গুরুপ্রসাদ

বা

অকাই-ছড়া।

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

এস্. সি. আঢ্য এণ্ড কোং
৫৮ ও ১২, ওয়েলিংটন্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা
১৩২৫।

গুরু কে?

এ জন্মে আমার গুরু নাম, রূপ, উপাধিযুক্ত। আমার গুরুর নাম শ্রীনীলকান্ত গোস্বামী, আমার গুরুর রূপ আমারই মতন হস্তপদাদি বিশিষ্ট মনুষ্যরূপ এবং আমার গুরুর উপাধি আমারই মতন বর্ণচতুষ্টয়ের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ।

আমার গুরুর স্থান কি এই ক্ষুদ্র নাম, রূপ, উপাধির গণ্ডীর ভিতরে কুলায়? গুরু যে আমার ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী! তবে এমনটা কেন? আমার জন্য! তিনি আমায় ভালবাসিতে গিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমি ক্ষুদ্র হইয়াছি বলিয়া তাঁহাকে ক্ষুদ্র হইতে হইয়াছে।

আমার গুরুর রূপের কথা, আমার গুরুর গুণের কথা আমার সাধ্য নাই যে বলি। প্রাণ শুধু বলে :—

যাইরে তাঁর ভালবাসার বালাই যাই!

জয় গুরু।

সবিনয় নিবেদন ঃ—

শ্রীগুরুকৃপায় আমি পেয়েছি পাগল।
আশীর্ব্বাদ কর, করি জীবন সফল॥
পাগলের পরিচয়, দিব আর কত।
"অকাই সাধনা" পাঠে, হবে অবগত॥
মায়া মোহে ভুলে দুঃখ পেতেছি বিস্তর।
দুঃখে সে যে দুঃখী হয়ে, কাঁদে নিরন্তর॥
আমি এ আমার হেরি, জগত সংসার।
নিত্য দাস ভুলি মিছে, করি অহঙ্কার॥
"তুমি প্রভু আমি দাস," শিখায় আমায়।
ঘরে বসি পাবে বলে, গুরুর কৃপায়॥
অকাই ছড়ার ছলে, কহে উপদেশ।
কর্ম্মদোষে নারি হায়, পালিতে আদেশ॥
ইচ্ছা হয় পড়ি দেখ, ছড়া কিবা বলে।
আনন্দে ভাসিবে দীন, নয়ন সলিলে॥
দক্ষিণা স্বরূপে কিছু দীন ভিক্ষা চায়।
পূজিতে ধর্ম্মিনী তার, তোমা সবা পায়॥

ইতি ৩রা আশ্বিন,
সন ১৩২৪ সাল।

আপনাদের
কাঙ্গাল দীন মোহন।

উৎসর্গ।

কোটী কোটী বদন হইলেও যাঁর বর্ণনা হয় না, কোটী কোটী হস্ত হইলেও যাঁর চরণসেবা হয় না, কোটী কোটী প্রাণ হইলেও যে চরণে উৎসর্গ হয় না, যিনি নিজ করুণায় এই 'বজ্জাৎ আমি'টাকে 'অনুগত আমি' করিয়া, 'আমি'কে আমির স্বরূপে আনিয়াছেন, সেই আমার অধমতারণ, ভালবাসার অবতার গুরুদেব শ্রীশ্রীনীলকান্ত গোস্বামীর অভয় পাদপদ্মে, এই 'অকাই-ছড়া,' তাঁর অনুগত 'আমি' কর্ত্তৃক উৎসর্গীকৃত হইল।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা হইল।

'দাস আমি'

তারিখ ৭ই শ্রাবণ, ১৩২৪ সাল।
৪২নং মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রার্থনা।

আবার যদি পাঠাও হরি
    পাঠিও তোমার দাসের কাছে।
তোমার দাসের সঙ্গ লালস
    রয় যেন নাথ প্রাণের পাছে॥

গুরুবন্দনা আর নৈবেদ্য।

বিদ্যে বুদ্ধি যা কিছু মোর
সব ত তোমার জানা
সেই বিদ্যেয় হও তুষ্ট
নাও গো এ বন্দনা।

তুমি তো জান তোমারিত
আট্‌চালাতে বাস
যা আছে তাই দিয়ে চরণ
পূজ্‌তে তবু আশ!

ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর
পায় না তব তত্ত্ব
কোথাকার কে পাগ্‌লা অকাই
কি জানে মহত্ত্ব!

পতিতপাবন নামটী ধ'রে
স্পর্দ্ধা বাড়িয়ে দিলে
নগণ্য যে অকাই তারে
গণ্য ক'রে নিলে !

বিদুর ছিল তোমাগত প্রাণ
তার ক্ষুদ্ খেতে পার
এ খাচ্চ পতিতপাবন
নাম যেহেতু ধর ।

ভবসিন্ধুর খর স্রোতের
'আমি' কুটোটি নিয়ে
এসেছি হে নাথ গরব ক'রে
যাব চরণে দিয়ে ।

খুব বুঝেছি পিঁপড়েটীও
ফেল্‌তে তুমি নার
'আমি'টী আমার তারও অধম
তাও ফেল্‌তে হার !

সেই গরবে 'আমি'টী আমার
এনেছি চরণ পাশে
ঐ চরণে নৈবেদ্য
দিব হেসে হেসে।

ঘুণধরা 'আমি'টী আমার
পাবে চরণে ঠাঁই
জয় গুরু বোল দিয়ে নেচে
গাইবেরে অকাই !

হরিদাস বন্দনা।

ওগো ওগো হরিদাস
তোমার গুণ কি জানি
দাও গো চরণ, সাধ ধরে গুণ
গাইতে যে লেখনী !

কত আদরের ধন যে হরি
তুমিই তো তা জান
থাক্‌তে তুমি ভক্তিবিন্দু
পাইনা বল কেন ?

ঐ আকাশের একটী তারা
শুনি পৃথিবীর বড়
ঐ হিসেবে ব্রহ্মাণ্ডের
মাপ্‌টা বারেক ধর।

সে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী হরিরে
বাঁধ্‌লে শিকল দিয়ে
হরি তোমার খেলার পুতুল
বেড়াও বুকে নিয়ে!

জগৎ যারে ঘৃণা করে
হার ক'রে তায় প'র
ক্ষমার ভূষণ অঙ্গে প'রে
পরকে আপন কর।

বৈরাগ্য চিরসঙ্গী
নিত্যানন্দময়
নরকটাও স্বর্গ যদি
তোমার বাতাস বয়!

বিশ্বমাঝে একটী অধম
সে তো এই অকাই
আশায় ব'সে যদি তোমার
চরণ-ধূলি পাই।

মাইরি বল্‌চি অকূল সিন্ধু
তর্‌তে সাধ্য নাই
অন্ধ আমি দেখো যেন
হাত বাড়ালেই পাই।

আসরে নেমে নিজ অংশ
যাই হে যদি ভুলে
নাইও হরিদাস হে তোমার
চরণ-ধোয়া জলে।

হরিদ্বেষী বন্দনা।

ওগো হরিদ্বেষী আমি
চিনেছি তোমায়
চিনিয়ে দেছে গুরু এবার
আপন করুণায়!

দ্বেষীর সাজে সেজে এবার
মান্‌চো না হরিরে
দ্বেষীর সাজ যে তোমার শুধুই
জমিয়ে দেবার তরে !

সাজাতে সে ভাল জানে
তাই সে ও সাজ দিলে
ঢং দেখে কি আর ভুলি হে
তুমি যে তারই ছেলে !

সুবাদে, যে তুমি আমার
মায়ের পেটের ভাই
আসরেতে সাজ ভিন্ন
সাজঘরে ভেদ নাই !

কড়ামিটে তুঁমিও বল
আমিই কি হে ছাড়্‌বো
একা গিয়ে জিৎবে সেথায়
আমিই কিহে হার্‌বো ?

যা বল্‌চো সে তো তারি
শিখিয়ে পড়িয়ে দেওয়া
ভাঙ্গ্‌চি হাঁড়ি হাটের মাঝে
তারি তো এই চাওয়া !

তোমার অংশ বল তুমি
আমার তা মুই বলি
কাজ সেরে ভাই ভাইয়ে এস
যাই গলা ধ'রে চলি।

চুটিয়ে তোমার বক্তৃতাটা
করেছ এবারে
সেই খাতিরে চরণ-ধূলি
দাও পাগলের শিরে।

আমার হ'য়ে দুটো কথা
মাকে যেন বলো
জিৎলে ব'লে দেখো যেন
মার কাছে না ভুলো।

———

জগৎ বন্দনা।

জড় তো নও হে জগৎ তুমি
তুমি যে তার প্রকাশ
তোমার মর্ম্মে মর্ম্মে দেখি
প্রাণেশ্বরের বাস !

বিশ্বরূপের রূপ যে তুমি
সে যে তোমার প্রাণ
যে দিকে চাই ছুট্‌ছে দেখি
তারই প্রেমের বাণ !

গুণাতীত গুণময়ে
তোমায় মাখামাখি
গুরুদত্ত নয়ন দিয়ে
এই তো তোমায় দেখি !

তোমার কোলে যা দেখি সে
আমারি নাথের কোলে
পরাণনাথের সামগ্রী দিই
কেমন্ ক'রে ফেলে ?

কিছুই যে অনিত্য ব'লে
উপেক্ষিতে নারি
অনিত্য—অনিত্য চোখে
এই ত হে বিচারি।

তোমার মাটীর সমান ক'রে
দাও গো আমার মনে
সাধের জনম হয় গো বিফল
হরিভক্তি বিনে।

অভিমানের তনু কবে
লুট্‌বে তোমার কোলে
তোমার ধূলা অঙ্গে মেখে
চল্‌বো টলে টলে।

ভাল মন্দ সবার চরণ
বুক পেতে নাও তুমি
অম্নি সবার চরণ-ধূলি
মাখ্‌বো কবে আমি।

প্রাণ চৈতন্য ধ'ল্লে বুকে
পাগলে কৃপা কর
পাষাণ-হৃদয় ভেঙ্গে চুরে
মাটীর হৃদয় গড় ।

সে হৃদয়ের উপর দিয়ে
সবাই যাবে চলে
ধূলা মেখে নাচ্‌বে পাগল
হরি হরি ব'লে ।

গুরুপ্রসাদ বা অকাই-ছড়া।

গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু গুরুর্দেব মহেশ্বর
গুরুরেব পরমব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ।

যে চরণ একমাত্র ভেলা
তর্‌তে ভববারি
সেই সে গুরুর চরণ স্মরি
বল্‌রে হরি হরি।

গুরু-কৃষ্ণ-বৈষ্ণব পায়
বিকিয়ে যেন যাই
তিনটীতে এক একটীতে তিন
ভেদ যেন না পাই।

গুরু ইচ্ছায় 'অকাই-ছড়া'
গাইবে গুরুদাস
গুরুর কৃপায় ছুটুক্ শ্রোতার
অভিমানের ফাঁস।

গুরুর কৃপায় শ্রোতা যেন
শোনার মতন শোনে
বক্তা শ্রোতা বল্‌রে হরি
বল্‌রে মনে প্রাণে।

গুরু প্রসাদ

বা

অকাই-ছড়া।

১। পলের মাঝে প্রাণের মাঝে
কত প্রশ্ন ওঠে—
'মানুষ জনম কেন ?' প্রশ্ন
কার ভাগ্যে ঘটে ?

২। তার প্রশ্নের জবাব হরি
স্বয়ং দিয়ে থাকে—
তার পা দুটী পাগল যেন
নিতুই বুকে রাখে।

৩। 'জিতেন'-'নরেন'-'সুরেন' আদি
অন্নপ্রাশন কালে
খুঁজে পেতে নাম একটা
মায়ে বাপে দিলে !

৪। ‘আমি’ যেটা, সেটা ‘জিতেন’
‘নরেন’-‘সুরেন’ নয়—
ক্ষুদ্র এ নাম উপাধি মাঝে
‘আমি’র স্থান কি হয় ?

৫। জীবের ভিতর এ অবিদ্যা
হরির রেখে দেওয়া
তাঁরই ইচ্ছায় ‘আমি’-‘জিতেন’
তাই নাস্তিক হওয়া !

৬। তাঁর ইচ্ছা বিনে আমি
আমায় চিন্‌তে নারি
তাইতে আমার স্বগুণ হরি
গুরুর চরণ ধরি।

৭। স্বগুণ হরির কৃপা বিনা
নির্গুণ কে বোঝে ?
যেই স্বগুণ সেই নির্গুণ
সকল ঘটে রাজে !

৮। পাঠশালাতে গুরুমশায়
অঙ্ক কষ্‌তে দিলে
ইসারাটি জানিয়ে দিয়ে
জবাবটী চাইলে !

৯। ঠিক তেম্নি হরি আমার
কইছে ইসারায়
মৃত্যুটী নিশ্চয় জানিয়ে
জবাবটী তার চায় !

১০। এ ইসারায় এই পাচ্চি
দেহ দুদিনের তরে
দেহ সুখ-দুখ পাই অনিত্য
এ হিসেবটী ধ'রে।

১১। সুখ দুখ যদি ছাড়ি তবে
কি নিয়ে প্রাণ থাকে
সাধুভক্ত সেও মানুষ
দেখ সে চায় কাকে ?

১২। দেখ নাস্তিক ভাল ক'রে
এখানে তোমার হার
এই আছে যা, পরে নাই, তুমি
তারেই বল্‌চো সার।

১৩। একটু আগে বল্লে তুমি
দেহের সুখই সব
প্রাণটী যাবার কালে দেখ
তোমার পরাভব।

১৪। কত যত্নের দেহটী তোমার
ছাড়্‌তে প্রাণ না চায়
ভাব্‌চো 'কেন পারি না তবে
রাখ্‌তে দেহটী হায়'!

১৫। এখনো বোঝ সুখী হওয়া
নয়কো তোমার হাতে
এখনো বোঝ গণ্যমান্য
তুমি তার কৃপাতে।

১৬। স্বয়ং কর্ত্তা বুদ্ধি তোমার
এখনো দূরে ফেল
খেলার পুতুল বোঝ আপনায়
হরি হরি বল !

১৭। ভবের লীলা দেখ তোমার
সাঙ্গ হ'ল ব'লে
এখনো বেছে নিতে পার
নিজেরি মঙ্গলে !

১৮। এখনো বোঝ 'নেচার্' ব'লে
উড়িয়ে দেওয়ার কথা
এখন বোঝ সেটা তোমার
ছিল খারাপ মাথা !

১৯। এখনো বোঝ মায়ের গর্ভে
কৃমির কারাগার
এখনো বোঝ বইলে শুধু
অনিত্যেরি ভার !

২০। এখনো বোঝ পূর্ব্বজন্ম
ছাড়া তুমি নও
এখনো বল 'কে আছে গো
আমার আপন হও'।

২১। পরখ্ ক'রে এখনো দেখ
কপাল ঠুকে ব'লে
নিশ্চয় ঠাঁই পেয়ে যাবে
চরম শান্তি কোলে!

২২। যে বলে 'কিছুই মানি না'
মিথ্যা সে যে বলে
আগুনে হাত দিলে কিন্তু
মানে তা পুড়ে গেলে!

২৩। নাস্তিক নাম আর তো তোমায়
পারি না হে দিতে
ঐ যে আমার হরি রয়েছে
দাঁড়িয়ে আগুনেতে!

২৪। ঐ দেখ হে হরি তোমার
বোধ শক্তি মাঝে
'কিছু মানি না' বলা বাপু
আর কি তোমার সাজে ?

২৫। মুখে যে যা বলুগ্ না রে
যে যা কিছু মানে
হরিরেই সে মানে, মান্‌তে
আছে কি হরি বিনে ?

২৬। অবিদ্যার ঐ আড়ালে থেকে
হরি চিন্‌তে নারে
ঐ ঠুলিটী চোখে দিয়ে
যা তা ব'কে মরে !

২৭। নও দোষী নই গুণী এযে
হরির আমার খেলা
শক্ত ক'রে নামটী ধ'রে
আয় বুঝি এই বেলা !

২৮। ছোটাতে অবিদ্যা নেশা
নাম বিনে নাহি গতি
আজও পাগল এমন নামে
হলো না তোর রতি !

২৯। সেই সেয়ানা, ব্যব্সাদারী
বুদ্ধিটী যার ঘটে
হরির বাজার-সরকার হয়ে
সেই দস্তুরী লোটে !

৩০। সেই সেয়ানা যে বোঝে এ
তারই জমিদারী
সেয়ানা বোঝে কাজটী যে তার
বাজারের সরকারী।

৩১। সব ক'রে যায় ভাল মন্দর
ভার সে পায়ে দিয়ে
দুর্ল্লভ ধন ভক্তি পায় ঐ
দেওয়ার বিনিময়ে !

৩২। অজ্ঞানী তায় বলে 'লোকটা
নেহাৎ হাবা বোকা'
বোকা কিন্তু মাসকাবারে
লুট্‌চে থোকা থোকা !

৩৩। কর্ম্মফল থাকে থাক্ না
কাজ কি সে বিচারে
ভাল মন্দ যাই হোক্ না
নাম কেন দিই ছেড়ে ?

৩৪। কর্ম্মফল বিচার আমার
লক্ষ্য কভু নয়
বিচারে আমার প্রাণে অভাব
যেমন তেম্নি রয় !

৩৫। লক্ষ্য আমার বুঝ্‌চি রে যা
সেত চরম্ সুখ
দেখ্‌তে হবে সৎ-চিদা
নন্দ-ঘণের মুখ !

৩৬। যত দিন না পাই দেখ্‌তে
নাম ছাড়্‌তে নারি
এর চেয়ে কি বিচার রে ভাই
বুঝ্‌তে আমি হারি।

৩৭। হাতটা পাটা মুখটা নড়ুগ্‌
কিবা ক্ষতি তায় ?
পাগলের মাথে পা দিয়ে বল
নাম থাক্ রসনায়।

৩৮। রসনা কেন হোক্ না অসাড়
বল্‌ শিরে পা দিয়ে
পাগ্‌লা যেন না ভোলে নাম
জপ্‌তে রে হৃদয়ে।

৩৯। কার প্রেরণায় বল্‌ দেখি জীব
মানুষ গরু মারে ?
হরি যারে যেমন করায়
সে তেমি করে।

৪০। এ বিশ্বাসের অভাব যেথায়
তারেই বলি পাপ
এই বিশ্বাস হারিয়ে দেখি
সকল মনস্তাপ !

৪১। তার শক্তি বাদ দিয়ে কার
সাধ্য হাতটা তোলে ?
তার শক্তি বাদ দিয়ে কার
সাধ্য পাটা ফেলে !

৪২। তার শক্তি বাদ দিয়ে কার
সাধ্য কথা কয় ?
তার শক্তি বাদ দিয়ে কার
অস্তিত্বটা রয় ?

৪৩। সুখী হ'তে চাই তো সবাই
ক'জন হ'তে পারি ?
উল্টে পাল্টে দুখের বোঝা
কেন বয়ে মরি ?

৪৪। পাগ্‌লা দেখে সুখের দুখের
চাবিটী হরির হাতে
সেয়ান্‌ পাগল তাইতে শরণ
নেয় সে চরণেতে।

৪৫। পাগ্‌লা বলে শরণ নিতে
পোড়ে না কাঠ খড়
'শরণ নিলাম' মনে বল্লেই
হলো-নয় নড়্‌ চড়্‌।

৪৬। সর্ব্বজ্ঞ সে হরি আমার
সকল কথাই বোঝে
দেখ্‌না কেন পরখ্‌ ক'রে
সব অশান্তি মাঝে।

৪৭। যতই কেন থাক্‌না জ্বালা
সঙ্গে সঙ্গে জল
পাগ্‌লা জানে এটী ভারি
মজারই দমকল্‌।

৪৮। যদি বল পাপ করিয়ে
কেন সে মজা দেখে
দেখায় সকল পাপের পাপীর
মহিমা একটী ডাকে।

৪৯। এক হরি নামে ভাই
যত পাপ হরে
পাপী হয়ে তত পাপ
করিতে না পারে।

৫০। পাপ করান, দেখাতে রে তার
কেবল নাম মহিমা
এক দিকে নাম, অন্য দিকে
যে পাপের নাই সীমা।

৫১। 'কার সাধ্য বলে পাপী
'বারেক নাম নিয়েছি'
'জমিদারের বেটা আমি
কার তোয়াক্কা রেখেছি !'

৫২। হরি পেতে উপায় যদি
কোথাও কিছু থাকে
'ঐ বিশ্বাস দাও গো' ব'লে
এই বেলা নে ডেকে।

৫৩। সৎসঙ্গ প্রয়োজন ঐ
বিশ্বাসটীর তরে
ঐ ধনে যে ধনী সে কি
কারো কড়ি ধারে ?

৫৪। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু
তর্কে বহুদূর'
এই মহা বাক্যটী প্রাণ
তায় পাগল চতুর।

৫৫। যে মুহূর্ত্তে বিশ্বাস হবে
সেই মুহূর্ত্তে দেখ্‌বে—
বিশ্বাস কি কথার কথা ?
তাইতো পাগল ভাবে !

৫৬। অবিশ্বাস যে তারই দেওয়া
কে ঘোচাতে পারে
বাঞ্ছাকল্পতরু হয়ে
পড়লো সে ফাঁপরে।

৫৭। পাগ্‌লার একমাত্র বুলি
'দাও বিশ্বাস দাও'
তোমারি শিল তোমারি নোড়া
'বারেক মুখ ফিরাও'।

৫৮। আর কি রাখ্‌লে চলে ঠাকুর
সন্দেহ ভার দিয়ে
কাণ কর্‌বো ঝালাপালা
'বিশ্বাস' চেয়ে চেয়ে।

৫৯। সকল আঁধার মাঝে ডাক্‌বো
'দাও দাও বিশ্বাস।'
দেখ্‌বো কত চুপ্‌টী থাকো
না পুরায়ে আশ।

৬০। তোমারি খেয়ে তোমারি প'রে
তোমায় গালি দেবো
পাগ্‌লা বলে সকল সওয়া
এমন ক'রে পাব।

৬১। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি এ তিন
শব্দমাত্র ভেদ
একই সে অবস্থা, গুরু
ঘুচিয়ে দেয় সে খেদ।

৬২। চাল ডাল তরিতরকারিটা
খেয়ে আনন্দ পেতে
শাস্ত্র, সাধুসঙ্গ উপায়
পেতে রুচি নামেতে।

৬৩। শুধুই যেথায় শুষ্ক বিচার
নাই প্রাণে দীনতা
তার হরি ঠিক কাণার যেমন
হাতী দেখার কথা।

৬৪। হরি কি ধন হরিই জানে
কেবা জান্তে পারে
যারে যে পর্য্যন্ত জানায়
তারই ধার সে ধারে।

৬৫। বক্তা হয়ে স্বগুণ হয়ে
গুরু রূপে আসে
আমারি মতন খায়, সে হাগে
কয় কথা শোয় বসে।

৬৬। আমারি মতন রোগে ভোগে
বাপ্‌রে মরিরে করে
গুণাতীত গুণের হরি
এই ত্রিগুণ ভিতরে।

৬৭। বায়ু, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য্য
যাঁর আদেশে ফিরে,
সেই হরি মোর গুরুরূপে
মানুষ রূপটী ধ'রে।

৬৮। ছেলে বোঝাতে মাষ্টারকে
ছেলে হতে হলো
ছেলে না হ'লে ছেলেরে সে
কেমনে বুঝায় বল ?

৬৯। পাগ্‌লা তুই তো অবোধ শিশু
ছাড়িস্‌ নারে পা
কাম্‌ড়ে ধ'রে ঐ পা ছুটী
যেথায় নে যায় যা।

৭০। দেখ্‌ পাগ্‌লা প্রাণ যদি তোর
সঠিক ব্যাকুল হয়
ঘরে বসে পাবি রে হরি
মিথ্যা কভু নয়।

৭১। দেখ পাগ্‌লা দেহ, সুখ, মান
লাজ ভাগাতে হবে
'অমুক কিবা বল্‌বে ?' ভাবটা
রাখ্‌লে তো না চল্‌বে।

৭২। 'মাথা খারাপ' বল্‌বে লোকে
ঘাড় পেতে তা নিবি ?
আগে বুঝে যাস্‌ ও পথে
নইলে দুকূল হারাবি।

৭৩। যে যা বলে সব সইবি
ধৈর্য্য তোর সহায়
নামটী ছাড়িস্‌ না রে পাগল
কে তোর নাগাল পায়।

৭৪। মন্দ কথা লাগ্‌লে প্রাণে
জান্‌বি হরির কথা
সন্দেহ ক'রে দেখিস্‌ পাগল
খাস্‌নে আপন মাথা।

৭৫। কথার পাছে থাক্‌না লেগে
কথায় সবই আছে
মরনা অকাই ঘুরে ঘুরে
কথার পাছে পাছে ?

৭৬। সকল কথাই হরি কথা
যতক্ষণ না দেখ্‌চো
নয় রে অকাই বাছাই বাছাই
সঙ্গ আসে ঘুর্‌চো ?

৭৭। কেউ দোষী নয় অবোধ অকাই
দোষী বল্‌চো কারে ?
সবই যে ভাই সেই কালাচাঁদ
সইয়ে নিতে তোরে।

৭৮। এই বিশ্ব যার বস্‌তে
তোর বুকে তার ঠাঁই
চল্‌ রে পাগল দাসের বাড়ী
আসন মাগ্‌তে যাই।

৭৯। তোমার পায়ে মন গেল না
এই খেদে যে কেঁদেচে
পাগল ব'লে সকল পুঁথির
গাই ছুয়ে সে খেয়েচে।

৮০। মায়া বলা কেবল নিজের
ছায়ায় আঁৎকে ওঠা
"যা" ছেড়ে, 'মা' বল্‌রে পাগল
চুক্‌বে সকল ল্যাটা।

৮১। নিরিবিলি ডাক্‌তে পাগল
চাও রে যেতে বনে ?
সবার পায়ে বিকিয়ে মাথা
ডাক্‌না হৃদয় কোণে ?

৮২। মাগ ছেলে তোর নয়রে বাধা
শোন্‌রে অকাই বোকা
সহায় ব'লে নেনা তাদের
ঘুচিয়ে মনের ধোঁকা।

৮৩। সেথায় গেলে তবে পাব
এ যে হাসির কথা
ত্রিজগতের প্রাণ যে হরি
নাই কি রে সে হেথা ?

৮৪। কথার জবাব করা ছেড়ে
বন্‌লো অকাই হাবা
ভাবের গরাস উঠ্‌চে এবার
মুখে থাবা থাবা।

৮৫। কাজ কি পুঁথির পাতা উল্টে
ঘামিয়ে অত মাথা
কাজ সেরে নে শিরে পেতে নিয়ে
ডাক্-পুরুষের কথা।

৮৬। অল্প পুঁজি সময় কোথা
বিচার করে খেতে
সেয়ান্ পাগল নয় সে রাজী
আপশোষেতে যেতে।

৮৭। 'চেষ্টা' ব'লে কথাটা নিয়ে
কচ্চি নাড়া চাড়া
মূল যে সেটার নয়রে হাবা
তার ইসারা ছাড়া।

৮৮। মজার হরি চেষ্টা দিয়ে
মজার খেলা খেল্‌চে
হরির পায়ে চেষ্টা ফেলে
দিয়ে পাগল নাচ্‌চে।

৮৯। আমির মানে কৃষ্ণদাস
পাগ্‌লা হৃদে গাঁথা
আহ্লাদে সে আটখানা আজ
ঘামে না আর মাথা।

৯০। 'সাধন' মানে যা জান তা
সকল ভুলে যাওয়া
সব সে সফল লাগ্‌লে গায়ে
হরিদাসের হাওয়া।

৯১। কোন্ কপালে হরিদাসের
চরণ-ধূলি মেলে
পাগল তা জানেনা শুধু
ভাসে চোখের জলে।

৯২। দাসের যে ভাই ভিতর বাহির
কেবল হরিময়
হরিতে হরিদাস গড়া
এক ছাড়া দুই নয়।

৯৩। জগৎগুরু নিত্যানন্দ
দাঁড়িয়ে নানা ভাবে
কেউ জানেনা কখন্ কৃপা
কার ওপরে হবে।

৯৪। কৃপার মানে জগৎ-তত্ত্ব
সেই সে জানিয়ে দেওয়া
রাধা-কৃষ্ণ নিত্যলীলা
চোখের ওপর পাওয়া।

৯৫। মূরতিমান সেই তত্ত্ব
প্রাণের গৌরহরি
মুখের কথা নয় যে গোরা
কেমনে উচ্চারি!

৯৬। অকাই জানে হেথায় যে তার
গৌর পেতেই আসা
নিতাইচাঁদের নামটি যেথায়
সেথায় গোরার বাসা।

৯৭। জগৎ মাঝে যত রকম
ভাবের আবাস আছে
নিতাইচাঁদ সে সকল ভাবের
সদাই পাছে পাছে।

৯৮। একই গুরু নিত্যানন্দ
রয় সে ভিন্নরূপে
তারই কৃপায় পেলাম তারে
সকল দিলাম সঁপে।

৯৯। শোন্‌রে সবাই সেই নিতায়ে
যে যে রূপে পেলে
হৃদয় কোণে বসিয়ে সেরূপ
ভাস্‌রে নয়ন জলে।

১০০। জল যদি না থাকে চোখে
বল্‌রে "দাও পিপাসা"
প্রাণ খুলে বল্ প্রাণের কথা
দেখ্‌বি ছুট্‌বে নেশা।

১০১। যতই কেন থাক্ অপরাধ
নারী গরু মেরে
বিচার সেথায় নাই তা ভেবে
পাগল কেঁদেই মরে।

১০২। যদ্যপিও আমার গুরু
শুঁড়ী বাড়ি যায়
তথাপি আমার গুরু
নিত্যানন্দ রায়।

১০৩। এইটী হৃদে গেঁথে, মনে
'বল্‌রে কৃপা কর'
'অবিশ্বাসী দাস হে আমি
মনের আঁধার হর'।

১০৪। কপাল ঠুকে প্রাণের নালিশ
করে নে এই বেলা
নালিশ বিনে মন্ত্র তন্ত্র
হয় সে পোড়া কলা।

১০৫। হরি বিনে গুরুরে আন
জ্ঞেয়ান যদি থাকে
হরির সনে না হয় সুবাদ
জনম লাখে লাখে।

১০৬। গুরুর কৃপায় গুরুর পায়ে
হরির বুদ্ধি গেলে
সেই মুহূর্ত্তে সব রহস্য
ফুট্‌বে চোখের কোলে।

১০৭। শোন্ মূঢ়, নর ভাবিস্ যারে—
দেখ্‌রে বুকে পুরে
'আমি' 'আমার' পায় দিয়ে দেখ্
রূপ সে বদল করে।

১০৮। তোরই ত সেই মানুষ গুরু
যায় না এখন চেনা
সোনার বরণ ঢাকা হয়ে
দেখ্‌রে কালো সোনা।

১০৯। হরিভক্তি বুঝ্‌লো পাগল
সর্ব্বশাস্ত্র সার
ভক্তি বিনে শাস্ত্র জানা
হয় সে গরুর হাড়।

১১০। হরিভক্তি লাভ ক'রে জীব
মালুম্‌ দেয় সে কিসে
সকল তাতেই হরি দেখে'
নাঁচে কাঁদে হাসে।

১১১। যে দেশেতে নাই হরিদাস
পরাণ সেথায় ধায় না
সে দেশেতে কারো যেন
কভু জনম হয় না।

১১২। হরিদাসের কুকুরটীও
যে পথেতে চলে
কৃতার্থ হই তৃণ হয়ে
শিরে ধূলি পেলে।

১১৩। হরিদাসের গুণের কথায়
হরিরও তাক্ লাগে
পাগলা হৃদে দাসের চরণ
সদাই যেন জাগে।

১১৪। 'পাপ' ব'লে কোন্ কথা আছে
খোঁজ ক'রে না পাই
প্রাণের হরি ভোলাইতো পাপ
তা বই দ্বিতীয় নাই।

১১৫। হরির পায়ে না দেখ্‌লে মন
খড় কূটো হয় জ্ঞান
সেথায় পাগল থাক্‌তে না চায়
প্রাণ করে আন্ চান্।

১১৬। হরির পায়ে মন্‌টী যেতে
এই ভবেতে আসা—
এই কথাটী যে হৃদে পায়
একটীবারও বাসা।

১১৭। হোক্‌না কেন জাতে চাঁড়াল
গরুকাটা মুচী
জন্ম জন্ম তার প্রসাদে
হোক্‌না পাগল শুচি।

১১৮। আচার্য্য তো দেখ্‌চি কত
দিচ্চে উপদেশ
তারাই বলে সংসারে ভাই
নাইকো জ্বালার শেষ।

১১৯। দিবানিশি কৃষ্ণ কথায়
যাদের সময় কাটে
তাদেরি মুখে অমন কথায়
অবাক্‌ হলাম বটে।

১২০। হেলাতে অশ্রদ্ধাতে নাম
বারেক উচ্চারিলে
ত্রিজগতের সকল জ্বালা
তর্‌বো অবহেলে।

১২১। সে কৃষ্ণনাম সদাই মুখে
তবুও বলে জ্বালা !
অসম্ভব যে সূয্যি মামা
দুপুর রাতের বেলা !

১২২। তাই পাগল আজ মর্‌চে ভেবে
কেনে অমন হয়
নাম ছাপিয়ে উঠ্‌বে জ্বালা
সম্ভব কভু নয়।

১২৩। ঐ যে পাগল বস্‌লো গুরুর
চরণ যুগল ধ্যানে
বল হে কর্ণধার গুরো
অমন্‌টা হয় কেনে !

১২৪। পার হ'তে এই সিন্ধু যদি
কৃষ্ণনাম দিলে
বিশ্বাস বই তোমারি নাম
যায় যে হে বিফলে।

১২৫। কটাক্ষহীন আঁখি যেমন
নয়কো কোন কাজে
বিশ্বাস হীন নাম দেওয়া যে
তেম্নি যায় হে বাজে।

১২৬। ধ্যান ভঙ্গে বুঝলো পাগল
তারই তো এ খেলা
অবিশ্বাসের মাঝে যে ঐ
দাঁড়িয়ে চিকণকালা।

১২৭। বিশ্বাস যে দিতে হবে
পাগ্‌লা নাছোড় বান্দা
জিন্‌বো এবার তোমায় হরি
ঘুচাবো সব ধান্ধা।

১২৮। আর ভোলাতে পার কি নাথ
তৈয়ের হয়েচি
পাগল বলে আসল জিনিষ
চাইতে শিখেচি।

১২৯। পাগল কভু চায় না হতে
খুচ্‌রো দোকানদার
আজ আছে যা, নাই কাল, তার
না করে কারবার।

১৩০। ধনী আমার কল্পতরু
অল্পি পুঁজি দেবে
এমন পুঁজি নেবো
রাতারাতি পসার হবে।

১৩১। বাড়্‌লে পসার পাগলা তখন
ধনীরে টেক্কা দেবে
তারেই বল্‌বে হৃদয় মাঝে
বাঁধা থাকৃতে হবে।

১৩২। ওঠ বল্লে উঠ্‌তে হবে
বোস বল্লে বস্‌বে
সোজা বল্লে অম্নি সোজা
হেল্‌তে বল্লে হেল্‌বে।

১৩৩। সাধ যদি হয় চাঁদ বদনে
ননী দেবো তুলে
অম্নি তোমায় কাঁদ্‌তে হবে
দেমা দেগো বলে।

১৩৪। কুড়ির বেশী ছয় হলো আজ
তারিখ বোশেগ্‌ মাসে
শেষ হ'লো আজ থামেনা জল
পোড়া চোখ যে ভাসে।

১৩৫। চিত্তশুদ্ধ না হ'লে কে
পায়রে হরির দেখা ?
বুড়োয় ছেড়ে পাগ্‌লার তা
খোকার কাছে শেখা।

১৩৬। এই সে কাঁদে, দিলাম যদি
একটী নাড়ু হাতে
কান্না ভুলে অম্নি হাঁসি
ফুট্‌লো সে মুখেতে।

১৩৭। যদি বল একটা গরু
বিয়ুলো শেয়াল ছানা
বিশ্বাস তার সে কথাতে
তখনি ষোল আনা।

১৩৮। প্রেমের হরি পরশমণি
এই সারল্যে বশ
গুরুর কৃপায় যে লভে সেই
ভুঞ্জে সকল রস।

১৩৯। শোন্‌রে ভাই পাঠক বাবু
মন্‌টী হেথায় দিয়ে
যে দিন তুমি শিশু ছিলে
সঁপ্‌লে সকল মায়ে।

১৪০। খাওয়া পরা শোয়ার কথা
কিছুই তো জান্‌তে না
রোগে ক্ষুধায় মা বুলি বই
আন্‌ মুখে আন্‌তে না !

১৪১। পবিত্র সে স্বভাব খানি
আঁক্‌তে যদি পার
তবেই রে ভাই সে পা দুটী
পাবার আশা কর।

১৪২। এযে মাগী ওটা মিন্সে
এ বোধ লুপ্ত হবে
সেই সে চরম সিদ্ধি
সদাই হরির কাছে র'বে।

১৪৩। গোড়ার কথা, হরি আছে, বুক
ফুলিয়ে বলা চাই
পাগল বলে সে অভাবে
সে সন্ধান কি পাই !

১৪৪। যেন্নি সে বিশ্বাসটী পাবে
অম্নি আস্‌বে আন্—
অম্নি বুঝ্‌বে হরি তোমার
করুণা নিদান।

১৪৫। তোমার আমার বুদ্ধিতে যা
অসম্ভব লাগে
সকলি সম্ভব হরির
ইচ্ছা যদি জাগে।

১৪৬। যে বুদ্ধিতে অসম্ভব জ্ঞান
পাগল কয় সে রিপু
তারি বশে দেখ্‌চো ছোট
আপনি আপন বপু।

১৪৭। অসম্ভব সম্ভবে যাঁতে
তিনিই ভগবান
কোন কথায় তাইতো পাগল
হয় না সন্দিহান।

১৪৮। বারো হাত কাঁকুড়টার ঐ
তের হাত হলো বিচি
এ ধরনের কথা শুনেও
হয় না তো অরুচি।

১৪৯। তখনই হৃদে জানাই পদে
ভক্ত হনুর কথা
'জয় রাম' ব'লে পারে গেল
লাগ্‌লো না তিল ব্যথা।

১৫০। 'অসম্ভব' এই বোধটী রাখা
চল্‌বেনা হৃদয়ে
অভিমানের বোঝা এ বোধ
তাই হরি পর হয়ে।

১৫১। কূপের ভিতর পড়্‌লে যেমন
হয়রে অনুভব
মনে চা ঐ অনুভূতি
সে তার পরাভব।

১৫২। ঐটী চাইতে পাল্লে হরি
আর লুকাতে নারে
সেই হ'ল রে সত্ত্বগুণ
তত্ত্ব যে তোর দ্বারে।

১৫৩। ঐ ভাবকে বৈরাগ্য
নাম যে তা'রা দিলে
হরি আমার মেলে কিরে
বৈরাগ্য না এলে!

১৫৪। প্রাকৃত সুখের বাসনা
জ্ঞান হ'বে ভাই হেয়
'আপন বল্‌তে কে গো আমার'
এইটী হ'বে ধ্যেয়।

১৫৫। যাদের নিয়ে রয়েছ রে
বোধ হ'বে কাল সাপ
হেলায় কাল কাটালে ব'লে
জাগ্‌বে অনুতাপ।

১৫৬। হরির কৃপায় যার ভাগ্যে
সে অনুতাপ মেলে
কেশ দিয়ে তার চরণ পাগল
তখনি মুছালে।

১৫৭। সে অনুতাপ বিনা না হয়
তত্ত্বেরি সন্ধান—
থাকুক্ না তার যাগ যজ্ঞ
আর গো কোটী দান।

১৫৮। সকল ভোগের অন্তে তবে
সে অনুতাপ আসে
তখনি জীব রজ তমে
জয়ে অনায়াসে।

১৫৯। তখনি প্রাণ থাক্‌তে যে চায়
সদাই নিরজনে
হৃদয় খুলে কতই কথা
কয় সে আপন মনে।

১৬০। বলে, আমার আপন বল্‌তে
কেউ যদি গো থাক
কি দশা হয়েছে আমার
এসে চোখে দেখ।

১৬১। ভুল ঘুচেছে, কারেও আপন
বল্‌তে যে প্রাণ চায় না—
যারে এরা বল্‌চে গো সুখ
সে সুখে প্রাণ ধায় না।

১৬২। কোথায় যাব কি করিব
কিছুই তো না জানি
কি করিলে তোমায় পাব
কেমনে সন্ধানি।

১৬৩। এই মত ভাব হস্তী তখন
করে তোলা-পাড়া
দিক্‌ নির্ণয় কর্‌তে নারে
হয় সে দিশেহারা।

১৬৪। চোখের জলে বুক ভেসে যায়
চড়ায় গালে মুয়ে
ধুলার মাঝে থাকে কভু
চুপ্‌টি করে শুয়ে।

১৬৫। খুট্‌ করে শব্দটী হ'লে
চম্‌কে উঠে চায়
ভাবে বুঝি ঐসে এল
তবে ত শুন্‌তে পায়।

১৬৬। যুগল করে নয়ন বারি
মুছে কারে না দেখে'
হতাশ প্রাণে শত ধিক্কার
দেয় সে আপনাকে।

১৬৭। এই অনুতাপ জাগিয়ে হরি
লুকিয়ে দেখে মজা
দেখায় কেবল পাগল হওয়া
সে হরিরে ভজা।

১৬৮। এ পাগলে পাগল ভোলা
পেলে ধন্য হয়
ত্রিশূল করে এ পাগলের
পাছে পাছে রয়।

১৬৯। বদ্ধ জীব যারা শুধুই
মাগী পয়সা জানে
বলে মাথা খারাপ হ'লো
নইলে অমন কেনে ?

১৭০। বলে বাবা অমন হ'লে
সংসারটা কি চলে
বল দেখি খায় কি বাবা
তোমারি ছেলে পিলে।

১৭১। তোমারি এ কর্ত্তব্য
এদের দেখা শোনা
কর্ত্তব্য হেলনে পাপ
শাস্ত্রে আছে জানা।

১৭২। এই সে রূপে বদ্ধ জীব
দেয় যে বিষম বাধা—
স্বার্থে ভরা সকল বুলি
যত আছে সাধা !

১৭৩। তা'রা কি সে ভাগ্যবানের
প্রাণের খবর পায় ?
জানে না সে কৃষ্ণপদে
সব দিল তার দায়।

১৭৪। আদান প্রদানের সে খবর
জগৎ তো না জানে
প্রাণে প্রাণে সে যে সুবাদ
প্রাণের হরির সনে।

১৭৫। জিজ্ঞাসিলে কোন কথা
না কি হাঁ বলে না
ফ্যাল্‌ফেলে চোখ দুটি নিয়ে
পথ চেয়ে চলে না।

১৭৬। কেউ যদি বা অপমানের
কথা শুনিয়ে দিলে
হেঁট মুখে সে রইলো
হৃদে যদিও ব্যথা পেলে।

১৭৭। তার পরে সে পেল যখন
ঠাঁইটী নিরজনে
তুল্‌লো সে তার প্রাণের কথা
প্রাণের হরির সনে।

১৭৮। বলে ঠাকুর এ কি হ'লো
মলিন হৃদয় নিয়ে
কই গো ঠাকুর মান অপমান
গেল সমান হয়ে ?

১৭৯। কঠিন আমার পাথরখানা
করগো চুরমার
সহোদরের কথায় কেন
এ ব্যথা সঞ্চার ?

১৮০। কেউ যদি এ বিশ্বমাঝে
কোথাও দোষী থাকে
সকল দোষের দোষী সে দাস
দেখে আপনাকে।

১৮১। তার চেয়ে কে অধিক মহৎ
পাগল তো না জানে
তার কুকুরের পদধূলির
সাধই বা হয় কেনে।

১৮২। তাইত আবার বাজিয়ে গলা—
দাঁড়িয়ে পাগল বলে
কার সাধ্য পায়রে হরি
তার দাসেরে ঠেলে।

১৮৩। মন ব'লে এক শালা আছে
যত নষ্টের গোড়া
বাঁশ নিয়ে তার পাছে এবার
পাগ্‌লা দেবে তাড়া।

১৮৪। গাধা যেমন বয়ে মরে
ময়লা কাপড় গাদা
বইতে ভাতের একটী কাটি
হয় সে শালা ম্যাদা।

১৮৫। তেম্নি আছে এই মনটা
মাগের বড় ভাই
সকল তাতেই খুব হুঁশিয়ার
নিজের হুঁস্‌টী নাই।

১৮৬। ও বা কেমন, সে বা কেমন
তা তো সকল জানে
বাজ পড়ে তার চাইতে হ'লে
কেবল নিজের পানে।

১৮৭। কে কি দিয়ে খায় দেখ্‌তে
দিনটা শালার গেল
নিজের কিন্তু সেই খালিপেট
আগেও যেমন ছিল।

১৮৮। এর ওর তার খুঁৎটী পেলে
খুব পারে তা লুপ্‌তে
দেবেনা তার বিন্দুমাত্র
কিছুতে ভুঁয়ে পড়্‌তে।

১৮৯। রাতকাণা শালারে নিয়ে
হ'লো যে বড় দায়
ব্যাপারী হলো আদার, তবু
জাহাজের খবর চায়।

১৯০। উচিত অনুচিত বিচার কত্তে
জজ্‌ যেন বসেছে
জানে না ঐ বিচার যে তার
চোখের মাথা খেয়েছে।

১৯১। বিষ্ঠার কীট যেমন কেবল
বিষ্ঠা ভাল বাসে
হেদিয়ে মরে রাখ যদি
রসগোল্লার রসে।

১৯২। এই শালা মন বিষয়-বদ্ধ
কেবল বিষয় জানে
আর যেথা হয় পরচর্চ্চা
তীর্থ তার সেখানে।

১৯৩। হঠাৎ যদি সে আসরে
হরি-কথা পড়ে
উঠ্‌তে পাল্লে বাঁচে শালা
হাঁপিয়ে যেন মরে।

১৯৪। সশঙ্কিত হয় চোর্‌টা যেমন
দেখ্‌লে চৌকীদার
এই শালা মন তেম্নি চলে
যায় যে পগাড় পার।

১৯৫। জানে না যে কোথায় যাবে
পুলিস্ কোথায় নাই ?
যেথায় নাই রে তার পাহারা
পাবি কি হেন ঠাঁই ?

১৯৬। নজর যে তার চলেরে শালা
সাগর জলের তলে
রেহাই কি আছেরে শালা
পালিয়ে এখন গেলে ?

১৯৭। এ পুলিসের কাছে কভু
চলে না চাতুরী
ভাল চাস্ তো শোন্ রে কথা
পড়্‌বে না হাতকড়ি।

১৯৮। বলরে 'যত দোষ করেছি
সকল ক্ষমা কর'
পাগল বলে হার্‌লো পুলিস
সে যে দয়াল বড়।

১৯৯। হরি আমার চোরের কাছে
পরে পুলিসের সাজ
চোর যদি হয় ক্ষমাভিখারী
অম্নি হরির লাজ।

২০০। যে হাতকড়ি আন্‌লো চোরের
হাতে দেবার তরে
লেগে গেল সে হাতকড়ি
নিজেরি শ্রীকরে !

২০১। আড়াল থেকে পাগ্‌লা এবার
চোরটার দেখে দশা
অবাক্ হ'য়ে রইলো চেয়ে
সরে না মুয়ে ভাষা !

২০২। বলে আমায় ক্ষমা ক'রে
এ কি হে করিলে
এ কি কৃপার ডোরে হরি
এ চোরে বাঁধিলে !

২০৩। যে অপরাধ কল্লাম প্রভু
ইয়ত্তা না পাই
ভেবে ছিলাম বিশ্বে আমার
ঠাঁই তো কোথাও নাই।

২০৪। জান্তাম না এ পাতকীর
বন্ধু কোথাও আছে
যার কাছে জুড়াতে গেছি
সেই ঘৃণা করেছে।

২০৫। অযাচিত তোমার ক্ষমার
নই তো আমি পাত্র
অপরাধ যত জাগ্‌ছে হৃদে
জ্বল্‌ছে তত গাত্র।

২০৬। নাও হে প্রভু ক্ষমা তোমার
এখনি ফিরে নাও
আমার উচিত ঘাণি টানা
সেই শাস্তি দাও।

২০৭। বল্‌তে বল্‌তে ভাব্‌তে ভাব্‌তে
করুণারি কথা
পড়্‌লো লুটে, ছিল রাঙ্গা
চরণ দুটী যেথা।

২০৮। আর কি হরি রইতে পারে
নিলেন চোরে কোলে
বাঁকা চক্ষু দুটী তখন
ভর্‌লো প্রেমের জলে।

২০৯। যে করেতে ধরে ছিলেন
কিশোরীর চরণ
পসারিয়া সে কর চোরে
করিলেন ধারণ !

২১০। ধন্য রে চোর, ভাল চুরি
বিদ্যে শিখেছিলে
একটা শুধু মুখের কথায়
সিঁদেল চোরে পেলে !

২১১। বল্‌রে বেটা এমন বিদ্যে
কার কাছে শিখিলি
বেড়ির ওপর শক্ত বেড়ি
হরির পায়ে দিলি !

২১২। কত কোটী জন্ম ধ'রে
যে চোর ধরা দায়
চোর হ'য়ে চোর ধর্‌লি বেটা
বেড়ি পরালি পায় !

২১৩। চোর ধরার ওই ইসারাটী
দেরে বলে দে—
চোরের দায়ে ঘর করা দায়
দিন কাটে কেঁদে !

২১৪। আর তো কিছু নাই রে ঘরে
সব চুরি করেছে
কাঁদাবারই জন্যে শুধু
প্রাণটুকু রেখেছে।

২১৫। এমন কি বরাত করেছি
পাব সে ইসারা
হেসে খেলে ঘর কর্‌বো
চোর পড়্‌বে ধরা !

২১৬। সবতো গেছে শেষ কটা দিন
কি নিয়ে বা থাকি
পথে পথে বেড়াই ঘুরে
হা চোর ব'লে ডাকি !

২১৭। লোভ দেখাবার সামগ্রী কি
মেলে রে বাজারে ?
পাগল কাঙ্গাল দেখে আমায়
কেই বা দেবে ধারে ?

২১৮। দেখ তোমরা ফর্ ফরিয়ে
পাগ্‌লী বকে মরে—
ঐ রকমই হয় গো যখন
ভূতটা ঘাড়ে চড়ে।

২১৯। কি বল্‌তে কি কইতে
ঘরের কথা পাড়ে
যা বল্‌তে এসেছিল
সে সব থাকে দূরে।

২২০। চল্ দেখি মন জন মনিষ্যি
কেউ নাইকো হেথা—
খুল্‌তে হবে যত আছে
তোমার পেটের কথা।

২২১। মন বলে ভাই, জ্বালাস্‌নে আর
মিছে এ সময়ে
মর্‌চি একে ভেবে ভেবে
পোড়া পেটের দায়ে।

২২২। দেখ্‌চো ত যে সুখে আছি
এই পোড়া সংসারে
পাঁচ জনা পাঁচ রকম রে ভাই
কে কার কড়ি ধারে।

২২৩। সারা মাসটা খেটে খেটে
যা করি রোজগার
সকল দিয়েও তবু ওদের
মনটী পাওয়া ভার!

২২৪। তার ওপরে জানইত ভাই
বাজারেতে দেনা
এ পোড়া মুখ আর তো সেথা
দেখান চলে না।

২২৫। মনের দুঃখ মনে রাখি
মুখ ফুটে না বলি
ওদের পাছে প্রাণে লাগে
তাই চাপি সকলি।

২২৬। দিবা নিশি কচ্-কচানি
সইতে তো আর নারি
দিনের খাট্নি খেটে গিয়ে
কতই বিচার করি।

২২৭। সুখভোগ তা খুব হয়েছে
মরণই এখন ভাল
শীঘ্র যাতে মরণটা হয়
তারই উপায় বল।

২২৮। যা বল্‌বে সেথায় গিয়ে
তা তো সকল জানি
ও সব কথা ঢের শুনেছি
প্রত্যয় না মানি।

২২৯। ‘ডাকার মতন ডাক তারে
থাক্‌বে না আর ব্যথা’
সেথায় গিয়ে বলবে’ত এই ?
এই’ত তোমার কথা ?

২৩০। ও সব কথায় মন ভোলে না
আসল কথা বল
ডাক্‌লে যদি অর্থ মেলে
শুন্‌বো কথা চল।

২৩১। কাল সকালে বাজার হবে
নাইকো এমন পয়সা
ছু পাঁচ টাকা ধার যে পাব
তারও নাইকো আশা।

২৩২। তোমার কথা শুন্‌তে যাবার
সময়টা এই বটে
কাটা ঘায়ের ওপর
দিতে এলে নুণের ছিটে।

২৩৩। বিবেক-রূপী আমি ভাব্‌লাম
ভস্মে এ ঘি ঢালা
ভাল আবার কর্‌বো দেখা
কাল্‌কে সকাল বেলা।

২৩৪। বিশ্বপরাণ হরি আমার
না খাইয়ে তো রাখ্‌বে
বাঞ্জার হবার উপায় তারে
ক'রে দিতেই হবে।

২৩৫। হঠাৎ পয়সা পেয়ে প্রাণে
আস্‌বে কৃতজ্ঞতা
সেই সে উপযুক্ত সময়
তুল্‌বো আমার কথা।

২৩৬। চলে এলাম আমি তখন
মনের কাছটী হ'তে
কূল কিনারা না পেয়ে মন
গেল তখন শুতে।

২৩৭। কাতর দেখে তারে তখন
হরি আমার এল
নিদ্রারূপে আপন শীতল
কোলে শোয়াইল।

২৩৮। আবার নূতন খেল্‌তে হ'বে,
তাই প্রাতে জাগাল
আবার তারে সেই চিন্তা
স্রোতেতে ফেলিল।

২৩৯। সবার খেলার সাথী সে যে
খেলা ভালবাসে
হাস্‌তে কাঁদায়, কাঁদ্‌তে হাসায়
হাসায়ে কাঁদায়ে হাসে!

২৪০। ছিল একা খেল্‌বে বলে
সে যে বহু হ'ল
তাই তো নবীন মেঘের মাঝে
সৌদামিনীর আলো।

২৪১। মন বাবাজী দেখ্‌চে জেগে
ছেলে বাজারে যায়—
ভাবে তাইত হঠাৎ এখন
পয়সা কোথায় পায়!

২৪২। ভাব্‌চে কত, হেন কালে
গিন্নী এল কাছে—
মুখ নেড়ে কয় 'খাসা তোমার
ঘর করা হয়েছে'!

২৪৩। 'নিশ্চিন্তে তো ঘুমিয়ে তুমি
উঠ্‌লে এত বেলা
সংসারেতে আমার যেন
একারি পেটের জ্বালা!

২৪৪। ‘ঘোষের পাড়ার বামুন পিসীর
ছেলে পড়িয়েছিলে
ছেলের হাতে দশটী টাকা
পিসীমা পাঠালে’।

২৪৫। কবে ছেলে পড়িয়েছিল
বাবাজী ভুলে ছিল
হঠাৎ টাকার কথা শুনে
অবাক ব’নে গেল !

২৪৬। এ ঘটনা লক্ষ লক্ষ
হচ্ছে ঘরে ঘরে
কোথায় হরি কে সে আবার
কে সে কথা ধরে !

২৪৭। গিন্নি তো খবরটা দিয়ে
পাছা দুলিয়ে যায়
ব্যাপারটা যে ভুলে যাওয়া
বাবাজীর হ’লো দায় !

২৪৮। মন ভাব্‌চে বামুন পিসীর
আমারই মতন দশা—
অমি তো তার ছেলে পড়ানু
রাখিনি পাবার আশা !

২৪৯। কে একজন ভগবান
আছে শুন্‌তে পাই
কোথায়ই বা কেমনই বা
তার ঠিকানা নাই !

২৫০। এ ঘটনার মাঝেতে তার
হাতই বা কি আছে ?
না—না—ওসব ভুল মাত্র—
হরি টরি মিছে !

২৫১। বিবেকরূপী আমি এলাম
মন তো তা না জানে
আপন বলে পালাতে গিয়ে
পড়ে আমারি টাণে।

২৫২। মনের কাছে অনিত্য আর
টিক্‌তে তখন নারে
নিরমল বিচার হৃদে
জাগ্‌লো আমার বরে।

২৫৩। ভাবচে বামুন পিসী যদি
টাকা না পাঠা'ত
কিবা হ'ত আমার দশা
কিবা ওরা খেত'।

২৫৪। এই ভাবনা ভাব্‌তে তো কাল
পেলাম না কিনারা !
অকুল চিন্তা সিন্ধু মাঝে
হলাম দিশে হারা।

২৫৫। কেনই বা আর নাই সে চিন্তা
কোথায়ই বা গেল ?
অজানা এক কৃতজ্ঞতায়
হৃদয় পূর্ণ হ'ল।

২৫৬। হরি ব'লে তবে কি কোথাও
আছেরে এক জনা ?
ভুলিয়ে দিতে পারে সে কি
এ হেন বেদনা ?

২৫৭। দারুণ ব্যথা ভুলিয়ে দিতে
সাধি নাই তো তারে।
তবে কি সে সেধে সেধে
সবার পাছে ফিরে !

২৫৮। কে জানে আজ জাগ্‌ছে হৃদে
অভিনব ভাব
বুঝ্‌ছি যেন কার বিহনে
রয়েছে অভাব !

২৫৯। এত দিন তো কোন কথা
জাগেনি হৃদয়ে
কার তরে এ কৃতজ্ঞতা
ফেল্‌লো হৃদয় ছেয়ে !

২৬০। আচ্ছা—যে দিন প্রথম এলাম
মায়ের উদর হ'তে
স্তনের মাঝে দুধ কে দিল
আমার কারণেতে !

২৬১। ক্ষুধা পেলে কাঁদিতে হয়
কেবা শিখাইল !
আনন্দেতে হাসিতে হয়
কেবা ব'লে দিল !

২৬২। কে শিখাল ছুট্‌তে ভয়ে
মায়ের কোলটী পানে
কে শিখাল বল্‌তে মায়ে
বেদন পেলে প্রাণে !

২৬৩। কে রাখিল দুধটী অমন
স্তন যুগল মাঝে !
দেখ্‌ছি যেন এক জনা হাত
বাড়িয়ে সকল কাজে !

২৬৪। কেনই বা সেই শিশু কালে
জ্বালা না জানিতাম ?
কেনই বা সেই শিশুকালে
সবার আদর পেতাম ?

২৬৫। কেনই বা সে শিশুকাল
এখন চলে গেল ?
গেল যদি আস্‌তে ফিরে
কে মানা করিল ?

২৬৬। কেন তখন কোন ভাবনা
না আসিত প্রাণে ?
এখনই বা দিবা নিশি
মর্‌চি জ্বলে কেনে ?

২৬৭। যে সারল্য ছিল তখন
আনন্দের কারণ
কোথায় গেল সে সারল্য
চলে বা এখন ?

২৬৮। এ সব কথার জবাব দিতে
কেউ কি হেন আছে ?
তবে কি এই সকল 'কেন'র
জবাব হরির কাছে ?

২৬৯। যে কারণে ঘট্‌ছে এসব
তার কারণ কি হরি ?
রসিক সে জন বটে মনে
এই তো বিচার করি।

২৭০। খুঁজে পেতে দেখ্‌লে তো হয়
এমন রসিক জনা
জানিনা তো কার কাছে তার
আছে আনা গোনা ?

২৭১। সংসারে তো দেখি সখ্য
সমানে সমানে
অবশ্য এ অনুপাতে
পাব সে সন্ধানে।

২৭২। সকল তাতেই আনন্দময়
রসিক মানুষ পাশে।
অবশ্য সেই পরমরসিক
সখ্য লাগি আসে।

২৭৩। তার দরশন বিনে মাটীর
বোঝা মিছে বওয়া
মানুষ জনম বুঝ্‌চি মিছে
বিনে তারে পাওয়া।

২৭৪। এতটা কাল খুঁজিনি ব'লে
হচ্চে অনুতাপ
আজ যেন জ্ঞান হচ্চে আমায়
ঘিরেছে কাল সাপ।

২৭৫। মাগ ছেলে কালসাপের হাতে
কি ক'রে ত্রাণ পাব
কি ক'রে বা সেই সে পরম
রসিক পাশে যাব।

২৭৬। সুখ যা, তা তো খুব লভিনু
এই পোড়া সংসারে
কাচখণ্ড নিলাম তুলে
ফেলে কাঞ্চনেরে !

২৭৭। এত ক'রে সেধেও তো কই
মন কারো না পেনু
একটী বারও তারে সেধে
কেন না দেখিনু !

২৭৮। সেধে যে জন দিয়ে বেড়ায়
সবার দ্বারে দ্বারে
সে রসিকে সন্দেহ মোর
তুচ্ছ অর্থ তরে ?

২৭৯। কাল তো বিচার করে ছিলাম
অর্থ দেয় তো মানি
কতই সে দিয়েচে, দিচ্চে
দেবে তা না জানি !

২৮০। এমন ক'রে না দিলে তো
প্রাণটা এমন হ'ত না—
বেশী দিলে তার তরে প্রাণ
এমন ধেয়ে তো যেত না।

২৮১। তাই ভাব্‌চি কষ্টে ফেলা
এও রসিকতা !!
কষ্ট বিনে জাগেনা প্রাণে
এমন কৃতজ্ঞতা।

২৮২। হায়রে এমন মনের মানুষ
কে থাকেরে ভুলে !
কেরে পাষাণ সব খোয়ালে
সুখের আশার ছলে !

২৮৩। কথা যত জানি তাতো
সকল স্বার্থে ভরা—
কোন্ বা কথায় ডাক্‌বো তারে
কি সে কথার ধারা !

২৮৪। এ পর্য্যন্ত যা শিখেছি
সকল ভুল্‌তে হ'বে
সে রসিকে ডাক্‌তে ভাষা
তবেই পাওয়া যাবে।

২৮৫। এ পর্য্যন্ত যা শিখেছি
সে তো সকল চুরি
অর্থতরে, যশের তরে
সে তো সব চাতুরী।

২৮৬। ভাবের ঘরে এ কাপট্য
কেমন করে ভুলি
কিবা ভাষায় তার কাছে আজ
গোড়ার কথা তুলি।

২৮৭। বল্‌বো কি তায় 'ওগো' 'হাঁগো'
না সরে বচন—
না জানি প্রথমে করি
কোন্‌ সম্বোধন !

২৮৮। ‘প্রভু’ ব’লে ডাক্‌বো কি তাঁয়—
কি ক’রে তা বলি ?
সুখের দাস যে পরাণ আমার
এ যে চতুরালি !

২৮৯। একি হ’লো—যা বল্‌তে যাই
হয় সে কপটতা
কে আমারে শিখিয়ে দেবে
তারে ডাক্‌বার কথা ?

২৯০। তুমি কি গো দিবে শিখায়ে
তোমার ডাকার ভাষা
বিস্মৃত কৃতঘ্ন আমি
কর্‌বো কি সে আশা ?

২৯১। ‘দাস’ তো আমি নই গো তোমার
‘প্রভু’ কেমনে বলি
প্রেমের সিন্ধু যে জন, তারে
কেমন করে ছলি ?

২৯২। আমার মতন পাতকীর কি
সে অধিকার হবে!
দাও গো বলে কি স্নবাদে
ডাকি তোমায় তবে?

২৯৩। তোমার স্নবাদ হারিয়ে হরি
পতিত যে হয়েছি
পাগল বলে—বল্‌চে হরি
'এই যে কাছে রয়েছি'!

২৯৪। বলে পাগল, মনরে তোমার
ভাগ্যিটা খুব ভাল—
আপনারে 'পতিত' জ্ঞেয়ান
তাইতো আজকে হ'ল!

২৯৫। আয় চলে মন আয় দুজনে
কাছে কাছে থাকি
"কোথায় পতিতপাবন" ব'লে
আয় দু'জনে ডাকি।

২৯৬। পাগল বলে ভয় কিরে মন
এই তো সুবাদ হ'ল
আর যে আঁখি বাঁধ মানে না
মাঠে যে বাণ এ'ল !

২৯৭। 'পতিতপাবন' বল্‌তে যে বুক
হচ্চে রে দশ হাত
পাগল ব'লে লুকিয়ে ছিল
জানিনা কোন্ বরাত।

২৯৮। গোটা কতক চলিত কথা
ব্যাখ্যা এবার হবে
নইলে তো মন নকল ছেড়ে
আসলে না যাবে।

২৯৯। 'কর্ত্তব্য' কথাটা লেগে
রয়েছে সবার মুখে
মুখের কথা জাত ভাঁড়ান
এই তো পাগল দেখে।

৩০০। ‘কর্ত্তব্য’ এই কথাটী
স্বজিল অজ্ঞান
‘ওটা আমার অকর্ত্তব্য’
এই তো তার প্রমাণ।

৩০১। কর্ত্তব্য—এই ভিন্ন বোধ
হরির পায়ে দেওয়া
তার বিহনে ঘোচে কি মন
ভবের আসা যাওয়া ?

৩০২। তার বিহনে দাস হওয়া তো
যায় না পাগল বলে
দাস না হ’লে প্রভেদ তো নাই
মানুষে ছাগলে।

৩০৩। হোক্ পণ্ডিত থাকুক না তার
বেদ বেদান্ত জানা
দাস অভিমান অভাবে সে
কর্ত্তব্য জানে না।

৩০৪। দাস হওয়া নয় মুখের কথা
দাস তো তারেই বলি
গুরুর চরণ অনুগত যার
সব ইন্দ্রিয় গুলি।

৩০৫। সেই দাস যে ভাল মন্দ
দুটো বোধের পার
দাস জানে সে যন্ত্র কেবল
গুরুর চরণ সার।

৩০৬। যদিও গো ব্রহ্মহত্যা
দাসের হাতে হয়
দাস জানবে গুরুর খেলা
ও সব কিছু নয়।

৩০৭। পরম ধনটা জগৎ মাঝে—
শুন্‌বে আছে কি ?
পরম ধনটা হচ্ছে
হরি নামেতে রুচি।

৩০৮। লাঠালাঠি করে প্রবৃত্তি
জেতা ফিরে যায়!
দেখ্‌লে হরি নামে রুচি
আপনি সে পালায়।

৩০৯। হরি নামে রুচি হ'ল যার
হয় সে কেমন ধারা
আর কিছু রুচবে না প্রাণে
হরি নামটি ছাড়া।

৩১০। সাধনের পথ হ'তে সে মূঢ়
তখনি পালাগ্‌
গুরু গোবিন্দ শ্রীপদে যার
নাইরে অনুরাগ।

৩১১। বিবেক বৈরাগ্য হীন
পণ্ডিত আবার কে?
গণি সিমূল ফুলের সনে
নয় কোন কাজে।

৩১২। যার কথাতে পাই বিশ্বাস
ভগবানের নামে
সেই পণ্ডিত থাকুক না সে
চণ্ডালেরি ধামে।

৩১৩। ‘কাজ’ কথাটার মানে জানি না
কাজ কাজ করে মরি
কাজ নয়, যদি কৃষ্ণ পদে
অর্পণ না করি।

৩১৪। কুকাজটাও কৃষ্ণপদে
দিতে যদি পার
সেই তো সুকাজ পাগল বলে
সন্দেহ না কর।

৩১৫। কৃষ্ণপদে অর্পণ, সে
কেমন ধারা করে ?
‘নাও কৃষ্ণ’ মনে বল্লে
কৃষ্ণ জান্‌তে পারে।

৩১৬। বৈরাগ্য নয় কভু সে
শুধুই বনে গেলে
বালির বাঁধ সে কৃষ্ণপদে
অনুরাগ না এলে।

৩১৭। দ্বিতীয় সুখ চাইবে না প্রাণ
কৃষ্ণপদ ছাড়া
জানি না ভাই আছে কি না
বৈরাগ্য এর বাড়া।

৩১৮। যেথায় কেন থাকি না রে ভাই
এ ভাব যদি আসে
নিশ্চয় গোবিন্দ পাব
নারীর কোলে বসে।

৩১৯। জ্ঞান শ্রেষ্ঠ জ্ঞান শ্রেষ্ঠ
মুখে যারা করে
কাণে কাস্তে রেখে তারা
মাঠের মাঝে ঘোরে।

৩২০। জ্ঞান যদি লাভ হয় রে কারো
চুপ হয়ে সে যায়
চুপ না হ'লে অবিদ্যাধার
শুধুই কল্‌কলায়!

৩২১। ভক্তি শ্রেষ্ঠ ভক্তি শ্রেষ্ঠ
মুখে যারা করে
পাগ্‌লা বলে সেখান থেকে
ভক্তি বহুৎ দূরে।

৩২২। ভক্ত যে, সে আপনারে
তৃণের অধম মান্‌বে
ভাবের ঘোরে হারিয়ে আপন
সুখ সাগরে ভাসবে।

৩২৩। (১) হরি আছে, (২) পাব তারে
আর (৩) সে গুণের নিধি
এই তিনে বিশ্বাসবানের
হলো দুখের অবধি।

৩২৪। থাকুক না সে ভাগ্যবান
হাজার তর্ক মাঝে
তার বিশ্বাস সব তর্কে
অনা'সে পরাজে।

৩২৫। ঐ বনেদে উঠ্‌বে রে তার
শক্ত ভক্তি ঘর
ভুলে যাবে কে আপনার
কেই বা রে তার পর।

৩২৬। দেহের যত টাল মাটাল
হাস্‌তে হাস্‌তে সইবে
সইতে সইতে দু চোখ বেয়ে
প্রেমের ধারা বইবে।

৩২৭। তার চেয়ে কার ভাগ্য বেশী
পাগলা তা না জানে,
বদন ভরে 'জয় গুরু' বোল
বল্‌নারে এক তানে।

৩২৮। 'খাচ্চি দাচ্চি নাইকো অভাব
বেশ আছি সংসারে'
এ ভাবে যার প্রাণ ভরা সে
হরির ধার কি ধারে ?

৩২৯। রাখতে হরি মার্‌তে হরি
পাগলা দেখে চোখে
'আমি রাখ্‌চি মার্‌চি'
মিছে বল্‌চো নেশার ঝোঁকে।

৩০। বিষয়ীর কাছে হরি কথা
পাথরে পেরেক মারা
রস পায় না প্রাণ যে তাদের
সন্দেহেতে ভরা।

৩৩১। সবার সাথে মিসে যখন
দ্বেষটা মুছে যায়
পাগ্‌লা বলে তখনি সে
হরির নাগাল পায়।

৩৩২। বিহনে এই ছড়ান মনের
এক জায়গায় বসা
যতই তীর্থ যাও না কেন
মিছে শান্তির আশা।

৩৩৩। ধর্ম্মটা কি জেনেছে যে
দেখে সে একাকার
হাটের নেড়া বয়ে সে মরে
শুধু বিচারের ভার।

৩৩৪। নারীর ভাবটা বাদ দেয় যে
বাদ পড়ে সে রসে
চোখটা বুঁজে খুঁজচে হরি
হরি সাম্নে বসে।

৩৩৫। সুভাব কুভাব সকল ভাবের
ভেতরে আমার হরি ?
পাগলা বলে তর্ক বোঝা
আর কি বয়ে মরি ?

৩৩৬। পাগ্‌লার সব আবোল্‌ তাবোল্‌
পাবে না অভিধানে
তবেই বুঝবে, পড়ার মাঝে
চাইলে বালক পানে।

৩৩৭। কলিহত জীব মোরা তো ভাই
সাধনের কি জানি
নেচে গেয়ে বল্‌বো হরি
এই তো সাধন মানি।

৩৩৮। বুঝবোওনা জানবোওনা
কর্‌বো রে নাম সার
নামের ভেলা পাক্‌ড়ে যাব
সকল বাধার পার।

৩৩৯। বাধা যে দেখে নিজের ভেতর
সেই-ই দেখ্‌তে শিখেচে
বাইরে বাধা যে দেখে সে
চোখের মাথা খেয়েচে।

৩৪০। সব অঙ্গের উচ্চ মাথা
চল্লো নেচে নেচে
রাজা গরীব বামুন মুচি
সবার পায়ের নীচে।

৩৪১। সাধ হচ্চে এই স্বাদটা
বিলাই দ্বারে দ্বারে
ইন্দ্র বেটার থাক্না শচী
এ ধন নাই ঘরে।

৩৪২। সেই দুটী ভাই গৌর নিতাই
হচ্চে উদয় মনে
জানি না গুরু কি চালাবে
এই কলমের টানে।

৩৪৩। কেন তারা কাঙ্গাল বেশে
ফির্লো দ্বারে দ্বারে ?
কেন তারা কেঁদে মলো রে
কোন্ দায়টার প'ড়ে ?

৩৪৪। ‘কর্ত্তা আমি’র নেশায় বিভোর
মানুষ সমুদায়
ভুল্‌লো ‘কৃষ্ণদাস’ উপাধি
এই তো তাদের দায়।

৩৪৫। ‘আমি সবার সেরা বুঝি
আমার মতন কে’
দেখ্‌লো দু ভাই প’ড়ে বিশ্ব
এই সে আঁধারে।

৩৪৬। এ অভিমানধারার মত
দুঃখী তো আর নাই
সেরা দুখের সে আসরে
তাই গৌর নিতাই!

৩৪৭। নিংড়ালে এই জগৎটা তার
সার যে কৃষ্ণ প্রেম
বিলিয়ে তা দুখ হর্‌তে কালো
তাই হলো রে হেম।

৩৪৮। হেমাঙ্গিনীর ভাব বিহনে
পাষাণ কিরে গলে ?
প্রকাশানন্দ হেন পাহাড়
হেম ছাড়া কি টলে ?

৩৪৯। সবার উঁচু যে জনা সে
সবার নীচু হলো
কৃষ্ণপ্রেমের ঠাঁইটী নীচেয়
এই তো রে দেখালো !

৩৫০। বিশ্ব সেরা গৌর রসের
স্বোয়াদ যে না পেল
ধোপার ঘরের গাধা সেটা
কাপড় বয়েই ম'ল।

৩৫১। পাগ্‌লা তারে ঝুল্‌তে বলে
গলায় দড়ি দিয়ে
গৌর রসে বঞ্চিত যে
মানব জনম পেয়ে।

৩৫২। গোরার আধার নিতাই চাঁদের
কইবো দু'টো কথা
শুন্‌লে যে নাম পায়না রে পথ
পালাতে সকল ব্যথা।

৩৫৩। শুন্‌তে সে নাম এই বেলা ভাই
বাগিয়ে সবাই বসো
কাষ্ঠ হাসি হাস্‌বে যদি
তার আগে ভাই হাসো।

৩৫৪। নিতাই তত্ত্ব গূঢ় অতি
কেবা বুঝে ওঠে
গুরু যারে জানায় তত্ত্ব
তার সাধ্যি বটে।

৩৫৫। আমি অকাই পাগল ছাগল
নিতায়ের কি জানি
কৃপায় গুরু বল্‌চে রে যা
তাই লেখে লেখনী।

৩৫৬। হৃদ্‌বিহারী গুরু ব'সে
কুঁড়েটী আলো ক'রে
হুকুম যেমন আস্‌চে রে ভাই
কলমে তেমন সরে।

৩৫৭। ব্রহ্মাণ্ডের মর্ম্মে মর্ম্মে
নিত্যানন্দ রয়
আবার দেখি বাইরেও সেই
নিতাই প্রকাশ হয়।

৩৫৮। আবার দেখি নিত্যানন্দ
বিশ্বটাকে ধ'রে
আবার দেখি নিতাই আমার
অন্তরে বাহিরে।

৩৫৯। আবার দেখি নিত্যানন্দ
গোরার পাছে ফিরে
নিতাই চাঁদের গৌর পাছে
নাচ্‌তে ঢ'লে পড়ে।

৩৬০। আবার দেখি নিতাই চাঁদ সে
গোরারই মূরতি!
পিরীত তাদের দেখ্‌চি আবার
নূতন নিতি নিতি!

৩৬১। আবার দেখি গোরা পুরুষ
নিত্যানন্দ নারী
আবার দেখি মাগ ভাতারের
পায়ে ধরা ধরি!

৩৬২। আবার দেখি নিত্যানন্দ
বিছানা হয়েছে
গৌর চন্দ্র সেই বিছানায়
আরামে শুয়েছে।

৩৬৩। আবার দেখি দাঁড়িয়ে আছে
একটী মানুষ সোণা
নিতাই চাঁদ কি নিমাই চাঁদ
যাচ্চে নাকো চেনা!

৩৬৪। চোখের পানে চেয়ে দেখি তার
নিতাই চাঁদ যে হাসে !
বলে 'পাগ্‌লা দেখ্‌-সে আমায়
কত ভাল বাসে !'

৩৬৫। বলে 'পাগল অমন ক'রে
দেখিস্‌ রে তুই কারে ?
গোরা দেখিস্‌ কি নিতাই দেখিস্‌
দে রে জবাব দে রে।'

৩৬৬। পাগ্‌লা আছে চুপ্‌টি ক'রে
জবাব তো না সরে
দেখ্‌চে দুইই এক হয়েচে
ভালবাসার তরে !

৩৬৭। দেখ্‌চে গোরার চোখের ভেতর
নিতাই চেয়ে রয়
চারটী চোখের একটী জোড়ায়
শত ধারা বয় !

৩৬৮। যেম্নি পাগল পড়্‌লো পায়ে
ছাড়া ছাড়ি হ'ল
সেই দুটী ভাই গৌর নিতাই
নাচিতে লাগিল !

৩৬৯। পর অঙ্কে দেখ্‌চে পাগল
নিতাই আপন হারা
চেঁচিয়ে ডাকে—কলির জীব
আয় রে আয় রে তোরা !

৩৭০। ডাকৃছে নিতাই এসেছি রে
ভয়টা কিবা আছে
আয় রে তোরা আয় রে ছুটে
আয় রে আমার কাছে !

৩৭১। আবার দেখি নিতাই নাচে
গৌর হরি ব'লে
আবার দেখি চল্‌চে হেসে
যুগল বাহু তুলে !

৩৭২। আবার দেখি পড়্‌লো ধূলায়
গৌর গৌর বল্‌তে
আবার দেখি উঠ্‌লো নিতাই—
চল্‌লো টল্‌তে টল্‌তে !

৩৭৩। আবার দেখি দাঁড়িয়ে হঠাৎ
ভূতের নাচন নাচে
ছাড়্‌লো যে এক হুঙ্কার তায়
বাঘ ভালুক না বাঁচে !

৩৭৪। আবার বলে তোদের রোগের
দাওয়াই আমার হাতে
সকল ব্যাধি করবো আরাম
একটী ওষুধেতে !

৩৭৫। আবার দেখি ছুট্‌লো নিতাই
মুচিপাড়া পানে
চাম্‌ড়া নিয়ে ব্যস্ত মুচী
দুধ কেমন না জানে !

৩৭৬। পেট্‌টা ভ'রে নিতাই তাদের
ক্ষীর খাইয়ে দিল
দেখ্‌চি গৌর হরি রবে
সে পাড়া টলিল !

৩৭৭। আবার দেখি মুয়ে কুটো
পাগ্‌লা নিতাই ধায়
ভাস্‌তে ভাস্‌তে চোখের জলে
উঠ্‌লো ডোম পাড়ায় !

৩৭৮। এর বাড়ী তার বাড়ীতে ডোম
ঘরামি ক'রে মরে
মাগ ছেলে নিয়ে নিজে কিন্তু
থাকে ফুটো ঘরে !

৩৭৯। তাদের দশা দেখে নিতাই
ভেউ ভেউ করে কাঁদে
বলে হরি বল্‌রে, হাতে
দিব রে গোরা চাঁদে !

৩৮০। আবার দেখি আমার নিতাই
হাড়িপাড়ায় চলে
ঢিপ্ ক'রে মাগী-বাচ্ছা-বুড়োর
পড়্‌লো পায়ের তলে !

৩৮১। আবার দেখি বইছে সেথায়
হরি নামের ঢেউ
সবাই দেখি দেব্‌তা, হাড়ি
বল্‌তে নাইকো কেউ !

৩৮২। আবার দেখি নিতাই আমার
তাঁতীপাড়ায় ধায়
যোগী তাঁতী বোনার ধ্যানে—
চোখ মিলে না চায় !

৩৮৩। নিতাই আমার হরিধ্বনি
ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িল
যোগী তাঁতীর বোনা হৃদয়
নিমেষে দহিল !

৩৮৪। বোনা বুদ্ধির মরুর মাঝে
হঠাৎ যে বাণ এল
বাণের টানে তাঁতীপাড়া
কোথায় ভেসে গেল!

৩৮৫। যেম্নি হতভাগ্য পাগল
দেহের পানে চেয়েছে—
থাক্‌বে কেন? নিতাই আমার
অম্নি পালিয়ে গেছে!

৩৮৬। তাইতে অধমতারণ গুরু
বল্‌চে ব্যাপার বোঝ—
দেহ গেহ ভুলে রে অকাই
তবেই নিতাই খোঁজ।

৩৮৭। পাগল বলে হে গুরুদেব
ও ছলে কি ভুলি?
চেষ্টায় কি যায় তা ভোলা
বিনে ও চরণ ধূলি!

৩৮৮। তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তোমারি সকল খেলা
তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তুমি সে চিকণ-কালা।

৩৮৯। তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তুমি সে নিতাই
তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তুমি সে নিমাই।

৩৯০। তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তুমি রসময়ী রাধা
তোমারি কৃপায় ঠেলেছি গুরু
সব সন্দেহ বাধা।

৩৯১। তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তুমি তত্ত্ব-জ্ঞান
তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তুমি সে অজ্ঞান।

৩৯২। তোমারি কৃপায় জেনেছি তুমি
জ্ঞানাজ্ঞানের পার
তোমারি কৃপায় জেনেছি গুরু
তুমিই এ সংসার।

৩৯৩। তোমারি কৃপায় জেনেছি তুমি
আত্মা সে যোগীর
তোমারি কৃপায় জেনেছি তুমি
ব্রহ্ম সে জ্ঞানীর।

৩৯৪। তুমি জল তুমি স্থল
তুমি বিশ্বপ্রাণ
সকল তোমাতে তুমি সকলেতে
তোমা বই নাই আন।

৩৯৫। দশরথের পুত্ররূপে
তুমিই এসেছিলে
নন্দরাণীর কোলের মাঝে
তুমিই কেঁদে ছিলে।

৩৯৬। তুমিই তো নাথ হয়েছিলে
বলির দ্বারে দ্বারী
তুমিই তো নাথ শঙ্খ-চক্র-
গদা-পদ্ম-ধারী।

৩৯৭। তুমিই তো সেই ব্রজের গোপ
গোপাঙ্গনার ধন
তুমিই যুগলরূপে আলো
কল্লে কুঞ্জবন।

৩৯৮। তুমিই তো সেই শচীর দুলাল
প্রাণের গৌর হরি
কাঁদলে অন্ধ খঞ্জ পতিত
তাপিত বক্ষে ধরি।

৩৯৯। সৃষ্টির আরম্ভ হ'তে
আমি যে তোমার দাস
দাসের কারণ আজ্‌কে তোমার
মানুষ দেহে বাস!

৪০০। তোমারি লীলায় তোমারি দাস
তোমায় ভুলে গেল
দাসের তরে লীলায় তোমায়
মানুষ হ'তে হ'ল।

৪০১। আবার বলি তোমারি কৃপায়
তোমারে চিনেছি
তোমারি কৃপায় যমকে বুড়ো
আঙ্গুল দেখিয়েছি।

৪০২। তুমিই প্রাণের মানুষ, তোমার
কৃপায় বুঝেছি
তোমারি কৃপায় সব দিয়ে পায়
কাঙ্গাল হয়েছি।

৪০৩। মনের কথা প্রাণের ব্যথা
বল্‌তে পেলাম ঠাঁই
তোমার ভালবাসার হরি
যাই গো বালাই যাই।

৪০৪। হারান রতন হারাই পুনঃ
এ ভয় হৃদে জাগে
তাইতে হরি আজকে এদাস
একটী ভিক্ষা মাগে।

৪০৫। বিশ্বমাঝে যে দুঃখের
নাইকো হে নাথ বাড়া
সে দুখ পেয়েও হইনা যেন
চরণ দুটী ছাড়া।

৪০৬। বিশ্ব পরাণ তুমি গুরু
তোমার তো নাই সীমা
পাগল ছাগল অকাই তোমার
কি জানে মহিমা।

৪০৭। তুমি বেদ-বিধি-বাক্য
মনের অগোচর
মনকে কর শ্রীপাদপদ্মে
মত্ত মধুকর।

৪০৮। আরতো কিছু চাইতে হরি
খোজ ক'রে না পাই
তোমার ইচ্ছায় 'অকাই ছড়া'
সার্‌লো দাস অকাই।

আবার দুটো কথা।

গুরুর চরণ শক্ত ক'রে
ধরিতে পারিলে
পাগ্‌লা বলে সেই চরণে
সর্ব্ব সিদ্ধি মেলে।

হতভাগ্য সেই তো পদে
যার নাই বিশ্বাস
তার সঙ্গ পাগল বলে
সমান নরক বাস।

অবিশ্বাসী সে অধমের
বাতাস কেউ না পায়
কেউ যেন তার বাতাস পেয়ে
সকল না খোয়ায়।

'বিশ্বাস দাও' ব'লে পাগ্‌লা
কেঁদে নে এই বেলা
হোক্ না তুফান যতই ভারী
ছাড়িস্ নে ওই ভেলা।

ওই ভেলা তোয় যাবে নিয়ে
যেথায় নামে রুচি
ওই ভেলা নিশ্চয় ঘুচাবে
মনেরি অশুচি।

ওই ভেলা নিশ্চয় কর্‌বে
সকল অভাব দূর
ওই ভেলা নিশ্চয় যোগাবে
আনন্দ ভরপুর।

ওই ভেলা নিশ্চয় জোগাবে
হৃদে বৃন্দাবন
ওই ভেলা নিশ্চয় জোগাবে
রাই কানু রতন।

ওই ভেলা নিশ্চয় জোগাবে
রাধা কৃষ্ণ সেবা
ওই ভেলা যার, তার আগে আর
ভাগ্যবান কেবা।

গুরুর চরণ সার ক'রে ভাই
বল্‌রে হরি বোল
হরি হরি বল্‌তে পাগল
দোয়াত কলম তোল্‌।

দ্বিতীয় খণ্ড

গান।

সুরট—একতালা।

আমার সেদিন কবে বা হবে।
বল বল গুরু বাঞ্ছাকল্পতরু
(যেদিন) করুণা নয়নে চা'বে ॥

অহৈতুকী তব করুণারি বলে
দ্বেষাদ্বেষী হায় কবে যাব ভুলে
(কবে) নাচ্‌বো হরি ব'লে ভাই ভাই মিলে
কাম প্রেমে ভেসে যাবে ॥

চা'বে না পরাণ ছার মানের পানে
কবে লক্ষ্য তার র'বে ও চরণে
কবে যাবে হায় প্রেমের বৃন্দাবনে
দুনয়নে ধারা ব'বে ॥

কবে হায় ছার বিচার ভুলিব
ভালমন্দ সে তো তোমারি বুঝিব
যে দিকে চাহিব ত্রিভঙ্গ দেখিব
অঙ্গ ধূলাতে লুটাবে ॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

আমার প্রাণের মরু মাঝ দিয়ে কে গো ঐ গান
গেয়ে যায়।
কে গো ঐ যেন কত জানাশোনা যেতে যেতে
ফিরে ফিরে চায় ॥

কে গো যেন হেথা কত যাওয়া আসা
কে গো আঁখি কোণে ঝরে ভালবাসা
কে গো দেয় যেন কত সুখ আশা
কে গো যেন কত ব্যথা ব্যথায় ॥

কে গো দেখি যেন কত মাথামাখি
কে গো ছল ছল দেখি দুটী আঁখি
সাধ হয় মুখ পানে চেয়ে থাকি
কে গো বারি মোর পিপাসায় ॥

স্বরট—একতালা।

কবে কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হ'ব গো।
কৃষ্ণ নাম মুখে উচ্চারিতে কবে
প্রেমনীরে ভেসে যাব গো॥

সকল কামনা কৃষ্ণপদে দিয়ে
বিচরিব কবে কৃষ্ণ গুণ গেয়ে
(কবে) কেবল কৃষ্ণনাম সঙ্গে সাথী লয়ে
আশাপথ চেয়ে র'ব গো॥

(কবে) ডাকিলে বিহঙ্গ জিজ্ঞাসিব তারে
(ওরে) দেখেছ কি যেতে মম চিতচোরে
ত্রিভঙ্গ সে কালো আছে বাঁশী করে
বলিতে মূরছা পাব গো॥

ধূলি ধুসরিত দীনহীন বেশে
(কবে) প্রেমোন্মাদ হয়ে ফির্‌বো দেশে দেশে
(কবে) আঁখি জলে ছার মান যাবে ভেসে
(হায়) কবে কুলে কালি দিব গো॥

মধুকানের সুর।

বুঝেছি এ প্রাণ কভু নয় কৃষ্ণ ধন অনুগত।
না হ'লে পাষাণ কি গো সঙ্গ ছাড়া কভু হ'ত॥

কৃষ্ণ সেবা কুব্জা জানে ভুলায়েছে কৃষ্ণ ধনে
ডুবেছে রাই অভিমানে নইলে কি আজ শ্যাম হারাত॥

চল্ গো লয়ে কুব্জা পাশে মুছাব তার চরণ কেশে
ঢেলে দিয়ে এ নয়নে মলিন বারি আছে যত॥

যে প্রেমেতে কৃষ্ণ ভোলে কুব্জা সে প্রেম কোথা পেলে
বল্ গো রাধে তুই না দিলে অকাই কি শুধু বঞ্চিত॥

গৌরী—একতালা।

(তবে) আর কারে বা ডরি।
ভবের ঘাটে কোমর এঁটে
আপনি নিতাই বায় রে তরি॥

যা'ক্ না কেন বেলা বয়ে,
হোক্ না তুফান ভারী
হাত ধ'রে সে বসিয়ে নায়ে
জমিয়ে দেবে মজার পাড়ি॥

বোঝার ওজন দেখে না ভাই
চায় না পারের কড়ি
বলে—একবার বল্‌ রে তোরা
বদন ভরে গৌরহরি ॥

অন্ধ পাগল গোলাম তোমার
হে প্রেমের ভাণ্ডারী
দিতে পায়ে আছে শুধু
ফোঁটা কতক তপ্ত বারি ॥

কীর্ত্তন।

সে দিন যেমন এসেছিলে হরি
আর কি তেমন আস্‌বে না।
সে দিন যেমন বেজেছিল বাঁশী
আর কি তেমন বাজ্‌বে না ॥

সে দিন যেমন যমুনাকূলে
রাখাল মাঝে রাজা সেজেছিলে
(শিরে শিখিপাখা পাঁচনি করে)
নূপুর পায়ে ধেনুর পাছে
আর কি তেমন ছুট্‌বে না ॥

সে দিন যেমন গোয়ালিনী ঘরে
খেয়েছিলে ননী চুরি ক'রে ক'রে
(চোর অপবাদ যেচে নিতে)
তেম্‌নি ক'রে ননীচোরা
আর কি ধরা পড়্‌বে না ॥

সে দিন যেমন যশোমতী কোলে
কেঁদেছিলে আর বেঁধো না মা ব'লে
(কতই অপরাধীর মতন)
তেম্নি ক'রে তেম্নি করে
আর কি নয়ন মুছ্‌বে না ॥

সে দিন যেমন দরশন আশে
গেয়েছিলে গান যোগিনীর বেশে
(রাই বিরহে আকুল হয়ে)
তেম্নি ক'রে রাধার দ্বারে
আর কি সুধা ঢাল্‌বে না ॥

সে দিন যেমন কদম্বেরি তলে
বামে রাধা লয়ে ছিলে বামে হেলে
(সে মাধুরী হেরবো কবে)
(আঁধার হৃদয় বৃন্দাবনে)
(শ্যামের বামে রাইকিশোরী)
তেম্নি ক'রে আঁধার হৃদয়
আর কি আলো কর্‌বে না
(আবার তেম্নি তেম্নি তেম্নি ক'রে) ॥

কীর্ত্তন।

(কে এক) সোণার বরণ যায় নেচে নেচে
দেখ্‌বি গো তোরা আয়।
(কাঁচ সোণায় জিনি সোণার বরণ)
(ও সে) নাচে হরিবোলে বাহু দুটী তুলে
(আবার) নুপূর পরেছে পায়॥

(এমন হরিধ্বনি শুনি নাই গো)
(এখনো সে ধ্বনি ধ্বনিছে হিয়ায়)
রাঙ্গা জোড় পরা গলে ফুলহারা
হিয়া মাঝে কিবা দোলে।
(তার রূপ সে অঙ্গে ধরে না গো)
(চ গো নয়ন ভ'রে দেখ্‌বি তোরা)
সে রূপ নিরখি কে গো সে পাষাণ
যার মরম না টলে॥

(সে যে অন্তর বাহির আলোকরা রূপ)
(সে রূপ দেখে সাধ মিটে না গো)

(তার) কি চাঁচর কেশ কিবা ফুলবেশ
কিবা চন্দন মাখা গায়।
(বেণী বেঁধে দিতে সাধ জাগে গো)
(তার কেশ দেখে বেণী বেঁধে দিতে সাধ জাগে গো)
(তারে মানিণী সাজাতে সাধ জাগে গো)
(তার) কিবা চারু নাসা কিবা মৃদু হাসা
রাঙ্গা অধরে মিলায়॥
(মর্ম্মে ফাঁসি পরায়ে)
(সেই মৃদু হাসি মর্ম্মে ফাঁসি পরায়ে)
(তার) আঁখি বাঁকা বাঁকা তুলি ধ'রে আঁকা
কুসুমেরি বাণ হানে।
(একবার) হরিবোল ব'লে ঢ়ুলে ঢ়ুলে যবে
চায় গো যে জনা পানে॥
(সে জিয়ন্তে মরা হয়ে থাকে গো)
(সেই বাঁকা বাঁকা আঁখি যার পানে চায়)
(ঘুরে ফিরে আবার আঁখি পাশে আসে)
(এ দশা যে করে তারই পাশে আসে)

কভু গলা ধ'রে চলে ধীরে ধীরে
রাঙ্গা সে দুখানি পায়।
(যেন বঞ্চিত বিরহিণী যায় গো)
(পতিসুখে বঞ্চিত বিরহিণী যায় গো)
সে বয়ান হেরে নাই হেন হিয়া
যে নাহি ফাটিয়া যায়॥

মরম সখীরে মরমেরি কথা
রমণী যেমন বলে।
(ওগো) ঠিক সেই ধারা বলিতে বলিতে
ভেসে যায় আঁখি জলে॥
(যেন বরিষার ধারা বয়ে যায় গো)
(বক্ষভূমি ভাসাইয়ে যেন বরিষার ধারা বয়ে যায় গো)

হা কৃষ্ণ বলিতে বলিতে না পারে
কেঁপে কেঁপে ক ক বলে।
ভাবে ভোর তনু সামালিতে নারে
ঢলে পড়ে ভূমিতলে॥

(আহা ধূলায় গড়াগড়ি যায় গো)
(সেই সোণা অঙ্গ ধূলায় ভরে যায় গো)
(আর আঁখি জলে ধূলা কাদা হয়ে যায়)

আমি যে পাষাণা কোন্দল করিতে
যাহার জনম গেল।
(যে কারুর ভাল সইতে নারে)

(ওগো) তার দশা দেখে এ পোড়া নয়নে
জল কোথা হ'তে এল ॥
(অঙ্গ মুছায়ে দিতে সাধ হ'ল গো)
(সোণা অঙ্গে কত ধূলা মেখেছে)
(তারও সাধ হ'ল গো)
(তারও মুছায়ে দিতে সাধ হ'ল গো)
(কোন্দল করতে যার জনম গেল তারও)

পথেরি দুধারে যত নরনারী
তারে দেখে কেঁদে মরে।

(দেখ্‌লাম কারুর হিয়া বাঁধ মানে না)
(কেউবা নেচে নেচে হরিবোল বলে গো)
(তোরা) রাখ্‌ গৃহকাজ চল্‌ গো দেখিবি
এলাম তোদেরি তরে ॥

(তোদের দেখাব ব'লে ছুটে এলাম গো)
(এমন আর কখনো দেখি নাই তাই)
(আমার একা দেখে সাধ মিট্‌ছে না গো)
অন্ধ পাগলে ডাকে গো নাগরী
দাসী কি করিবি মোরে।
(একবার শোন্‌ গো নদের ও নাগরী)
চিরতরে তোর কেনা হয়ে র'ব
বারেক দেখাবি তারে ॥

(তোদের পদরেণু ক'রে লয়ে যাবি গো)
(অন্ধ হ'তেও কাজ পাবি গো)
(তোর চরণ সেবিব গাণ শুনাইব)
(গৌরগুণ গাথা শুনাইব গো)।

কীৰ্ত্তন।

ওকে পাগলের পারা হয়ে দিশেহারা
সুরধুনী কূল বেয়ে যায়।
ওকে আয় তোরা বলি দেয় করতালি
বলে—যত বোঝা আছে নিয়ে আয়॥

ওকে বুঝি কেঁদে কেঁদে আঁখি রাঙ্গা রাঙ্গা
বুঝি ডেকে ডেকে গলা ভাঙ্গা ভাঙ্গা
গোরা গোরা বল্‌তে হারায় গো সংজ্ঞা
বুঝি প্রাণ বিহঙ্গ পালায়—

ওকে ধূলামাখা গায়ে ধেই ধেই নাচে
কভু হাসে কভু কেঁদে প্রেম যাচে
বলে—ভয় নাই—এল রে কানাই
তোদেরি কারণে নদিয়ায়॥

ওকে কার ভাবে ঢ'লে কয় অত কথা
বলে—আয় আয় আছরে যে যেথা
আমি শিরে লব সবাকারি ব্যথা
পতিত তাপিত ধেয়ে আয়—

ওকে বলে শুধাব না জাতি নাম ধাম
লব পাপ আর দিব হরিনাম
গোপনেরি ধন তোদেরি কারণ
এনেছি রে আজ বয়ে মাথায় ॥

ওকে আপনহারা—বলে—কেনা হয়ে র'ব
একবার কর্ হরি হরি রব
হেলায় তরিবি দুস্তর এ ভব
বলিতে আবার লুটে ধূলায় ॥

ওকে বলে—চ'রে তোরা চোখে দেখিবি রে
জগন্নাথ আজ ফিরে দ্বারে দ্বারে
চ' রে হরি ব'লে ফিরাবি রে তারে
বল্ হরি হরি বল্ দয়ায় ॥

কীর্ত্তন।

আর কেন মন ভ্রম অকারণ
মরুভূমে বারি আশে রে।
বারি ওতো নয় মরিচিকাময়
(ও যে) ভুলায়ে পথিকে নাশে রে ॥

(আর অমন ক'রে যেওনাক)
(রাখ রাখ মন কথা রাখ)
(উন্মত্তেরি প্রায় ছুটে ছুটে
আর অমন ক'রে যেও নাক)
(মরিচিকায় বারি ভেবে)

দেখ্ ফিরে চেয়ে বারি শিরে লয়ে
পাছে ওকে ছুটে আসে রে।
দাঁড়ারে অবোধ দাঁড়া, সে যে তোরে
প্রাণঢালা ভালবাসে রে ॥

(দেখ্ গুরুরূপে নিত্যানন্দ)
(দেখ্ দেখ্ মন ফিরে দেখ্)
(সম্মুখে তোর বিপদ দেখে আসে)
(জীবনে মরণে যে তোর সাথী)
(চিরদিনের ব্যথার ব্যথী)
(এল গুরুরূপী নিত্যানন্দ)
(গৌরাঙ্গ অভিন্ন তনু)
(রাধা গোবিন্দ অভিন্ন তনু)

(আর কে ভালবাসতে জানে)
(মোহেরি ছলনে অন্ধজনে)
(অনাথবন্ধু নিতাই বিনে)
(আজ গুরুরূপে এসেছে রে)
(পাছে প্রাণ হারাই মরু মাঝারে)
(নাম প্রেমবারি লয়ে শিরে)
(ঐ দেখ্ নিতাই ডাকে রে)
(ত্রিসংসারের দ্বারে দ্বারে)
(কাঙ্গাল বেশে করযোড়ে)
(ব'লে—আয় ফিরে—আয় ফিরে)
(যার নয়ন আছে সেই তো হেরে)

(পতিতপাবন নিত্যানন্দে)
(যার শ্রবণ আছে সেই তো শোনে)
(নিতাই চাঁদের অভয় বাণী)

(আমার নিতাই ডাকে রে)
(বিশ্ব-প্রেমিক নিত্যানন্দ—দেখ্ দেখ্ মন ডাকে রে)

বলে—তাপ ল'ব আর নাম দিব
(তোরা) কে নিবি কে নিবি রে।
নামে মাতা'ব প্রেমে ভাসা'ব
শমনে শাসিবি রে ॥

(কে নিবি কে নিবি রে)
(গরব ক'রে নিতাই ডাকে)
(হেলায় পাবি শীতল হবি)
(ব্রহ্মারও দুর্লভ নিধি)
(যে নাম পঞ্চমুখে গায় ভোলানাথ)
(ওরে তাতেও ভোলার আশ মেটে না)
(আয় রে কলিহত জীব)
(তোদেরি তরে এনেছি রে)
(বিনামূল্যে বিলাইব)
(বিলাইব আর বিকাইব)
(কে নিবি কে নিবি রে)

ঝিঁঝিট—একতালা।

কদম্বেরি তলে ওই বামে হেলে
দাঁড়ায়ে ওই সে কুটিল কালা।
কালামুখে মুখ লুকায়ে দাঁড়ায়ে
বামেতে ওই সে রাজার বালা॥

সে কি পারে কভু ভজিতে অম্বিকা
হৃদি যার ওই কালোরূপে মাখা
কালামুখী রাই রয় কি তা ঢাকা
তুমি মিছে তারে বল সরলা॥

কই গো সে শ্যামা আরক্তনয়নী
সিন্দূর ভালে ইন্দুনিভাননী
ওই আঁখি বাঁকা বাঁকা সে চাহনি
ও যে সেই বাঁকা নন্দলালা॥

ওই ত নুপুর পরা সে চরণ
ওই নন্দরাণীর মুছান বদন
ওইত অলকা তিলকা আঁকন
ওইত খেলে গো রাইরাজা খেলা॥

কই পয়োধর কোথা হৃদিমাঝে
ওইত সে ভৃগুপদযুগ রাজে
ওইত সেজেছে ত্রিভঙ্গিম সাজে
ওই গলে দোলে বনফুলমালা ॥

কই বাম করে শাণিত সে অসি
ওইত গো কুল-মজান সে বাঁশী
ওইত গোপীর মনহরা হাসি
ওইত সে শিখিচূড়া বামে হেলা ॥

ছল খোঁজার ফল শোন্ গো ইঙ্গিতে
পড়িলি কুটিলে কালার পিরীতে
কালা হ'ল জপমালা দিনে রেতে
পাগলের মাথে দে গো চরণ ধূলা ॥

সাহানা—একতালা।

আয় গো আয় দেখ্‌বি তোরা রূপ সাগরে বাণ
ডেকেছে।
আয় গো আয় এইবেলা আয় হায় হায় কেন
করবি পাছে ॥

কালো রূপের যাই গো বালাই
দেখ্ না গো ওই বিকিয়েছে রাই
দু'জনার কার পানে চাই মদনের বড়াই ভেঙ্গেছে ॥

কালো সোণা কাঁচা সোণা
চেয়ে চেয়ে আশ মেটে না
সাধ ক'রে কি গোপাঙ্গনা ঐ রূপেতে ঝাঁপ দিয়েছে ॥

ব্রজগোপীর চরণ ধূলি
কইরে পাগল মাথায় পেলি
গুরুপদে কই বিকালি বুঝ্‌লিনে পায় সকল আছে ॥

কীর্ত্তন।

ওমা নন্দরাণী (একবার) দে গো কোলে
তোর নীলরতনে।
তোর গোপাল তোরই রবে মা
(একবার) চুমিব গো চাঁদবদনে ॥
(ছুটে ছুটে এসেছি মা)
(কতদূর হ'তে কত সাধ ক'রে)

(একবার) বুকেতে দাঁড়ায়ে মিটি মিটি চেয়ে
হাসিবে হেরিব নয়নে ॥
(লয়ে যাব না মা)
(তোর গোপাল তোরই র'বে)
(তোরই কাছে কাছে র'ব)
(তোর রতনের যতন জানি না মা
লয়ে যাব না মা)
(একবার) আধ আধ ভাষে মা মা বলিয়ে
ডাকিবে শুনিব শ্রবণে ॥

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

(এবার) গুরুপদে প্রাণ সঁপেছি।
তুমি যা কর বলে ফেলেছি ॥
বাঁশবনে ডোমকাণার মতন
আকাশ পাতাল খুঁজে ঠকেচি
(এবার) চোর কুটুরির কুলুপ কাটির
ঐ পদে সন্ধান জেনেছি ॥

গুরু আমার শিবের বুকে
ন্যাংটা হ'য়ে রয় দেখেছি
(আবার) বাজায় বাঁশী বাঁকা হ'য়ে
তা দেখে হেসে মরেছি ॥

কোথা বনমালি ব'লে
কাঁদে গুরু তাও শুনেছি
(আবার) মুড়িয়ে মাথা বিলায় গো নাম
তা দেখে পাগল হয়েছি ॥

অকাই বলে মনের কালি
ঐ রাঙ্গা পায় সব ঢেলেছি
(আমার) গুরুব্রহ্ম মর্ম্ম বুঝে
সেজেগুজে বসে আছি ॥

সমাপ্তি ॥